কমিউনিটিভিত্তিক জেন্ডার, জেন্ডার বৈষম্য ও জেন্ডার সমতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ সহায়িকা

TRAINING MODULE ON COMMUNITY BASED- GENDER DISCRIMINATION AND EQUALITY

বাদাবন সংঘ
Badabon Sangho
(A Women's Rights Organisation)

প্রশিক্ষণ সহায়িকা ও
প্রশিক্ষণ পরিচিতি

ভুমিকা

বাদাবন সংঘ একটি নারী নেতৃত্বাধীন অলাভজনক সংগঠন, যা নিম্নবর্ণ, দলিত, ধর্মীয় সংখ্যালঘু সর্বোপেরি সুবিধাবঞ্চিত নারী ও কিশোরীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ যাচ্ছে । সংগঠনটির উদ্দেশ্য হচ্ছে মতপ্রকাশের স্বাধীনতাভিত্তিক এমন এক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রতিটি নারী ও কিশোরীর স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ থাকবে। সেই লক্ষ্যে সংগঠনটি সুবিধাবঞ্চিত, অবহেলিত এবং ঝুঁকিপূর্ণ নারী এবং কিশোরীর দক্ষতা বৃদ্ধি ও জীবনমান উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে যাতে করে তারা সামাজিক আন্দোলন তৈরির মাধ্যমে সমাজের অন্তর্নিহিত বাঁধাগুলোকে মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়। এই লক্ষ্যের ধারাবাহিকতায় কমিউনিটিভিত্তিক জেন্ডার, জেন্ডার বৈষম্য ও জেন্ডার সমতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ সহায়িকাটি তৈরি করা হয়েছে। এই সহায়িকাটির মাধ্যমে কমিউনিটিতে নারীরা তাদের নিজেদের মানবাধিকার বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পাবে এবং সমাজে জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণে নিজ নিজ কমিউনিটিতে কার্যকরী ভুমিকা পালন করবে।

Badabon Sangho is a women-led non-profit organization, which is working to establish the rights of the lower caste, Dalit, religious minorities and underprivileged women and girls. The objective of the organization is to establish a society based on freedom of expression, where every woman and girl child has independent and spontaneous participation in social and economic development. To that end, the organization is working to improve the skills and quality of life of underprivileged, neglected and at-risk women and girls so that they are able to overcome the inherent barriers of the society through creating social movements. In continuation of this goal, the training manual on community-based gender, gender discrimination and gender equality has been developed. Through this resource, women in the community will have a clear understanding of their own human rights and will play an effective role in their respective communities in eliminating gender inequality in the society.

প্রশিক্ষণ সহায়িকার লক্ষ্য ও ধরন

এই সহায়িকার লক্ষ্য হচ্ছে সহজ ভাষায় একজন সহায়ক যাতে মাঠপর্যায়ে নারী অধিকার কর্মী, চেঞ্জমেকার, তরুণদের মধ্যে জেন্ডার, জেন্ডার বৈষম্য, বৈষম্য দূরীকরণের ও জেন্ডার সমতার ধারণা পৌঁছে দিতে পারে। তাই প্রশিক্ষণ সহায়িকাটিকে সহজে বোধগম্য, সহজ ভাষায় লিখিত এবং অনেক বেশি অংশগ্রহণমূলক হিসেবে রাখা হয়েছে। এই প্রশিক্ষণ সহায়িকাটি সহায়কের হাতে থাকলে তিনি সহজেই প্রশিক্ষণটি নিতে সক্ষম হবেন। প্রশিক্ষণের শেষে সহায়কের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য এবং সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে ,যার ফলশ্রুতিতে একজন সহায়ক তাত্ত্বিকভাবেও জেন্ডারের ধারণাকে আত্তীকরণকরতে পারবেন।

প্রশিক্ষণ সহায়িকার বিন্যাস

সহায়িকাটি তিন অধ্যায় দিয়ে সজ্জিত। প্রথম অধ্যায়ে সহায়িকাটির পরিচিতি যুক্ত। এরপর দুইটি অধ্যায় মূলত ১ম ও ২য় দিনের প্রশিক্ষণ অধিবেশনসমুহ যুক্ত করা হয়েছে। ১ম দিনে মোট ৬টি অধিবেশন এবং ২য় দিনে মোট ৭টি অধিবেশন রাখা হয়েছে। অধিবেশনগুলোর সাথে প্রয়োজনীয় ওয়ার্কশিট, ফ্লাশকার্ড, কেস স্টোরি যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। অধিবেশনের একদম শেষে সহায়কের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রাখা হয়েছে যা তাকে প্রশিক্ষণ প্রদানকালীন সহযোগিতা করবে।

সহায়িকা ব্যবহার নির্দেশিকা

সহায়কগণ এই সহায়িকা ব্যবহার করে প্রশিক্ষণকার্য পরিচালনা করতে পারবেন। পুরো সহায়িকাটিতে কি কি অধিবেশন নেওয়া হবে, কিভাবে অধিবেশন নেওয়া হবে, কতক্ষণ নেওয়া হবে তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বলা হয়েছে। সহায়িকাটি মনোযোগ দিয়ে পড়লেই সহায়ক অধিবেশন পরিচালনার ধরনটি বুঝতে পারবেন। তবে যেসব বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবেঃ

-সহায়িকাটি প্রশিক্ষণের পুর্বেই মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে। প্রশিক্ষণ চলাকালীন সহায়িকা দেখে দেখে প্রশিক্ষণ প্রদান করা কোনভাবেই শোভনীয় নয়।

-যেখানে বুঝতে অসুবিধা হবে, সংশ্লিষ্ট সহকর্মীদের সাথে আলোচনা করে ধারণা স্পষ্ট করতে হবে।

-প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রশিক্ষণের পুর্বেই সংগ্রহ করতে হবে। বিভিন্ন অধিবেশনে ‘পুর্বে প্রস্তুতি’ শিরোনামে কিছু কাজ দেওয়া আছে। সেই কাজগুলো অবশ্যই ওই অধিবেশনের পূর্বে সম্পন্ন করতে হবে।

-অংশগ্রহণকারীদের জন্য দরকারি কেস স্টোরি, ফ্লাশকার্ড, মূল্যায়নপত্র আগেই প্রিন্ট এবং ফটোকপি করে রাখতে হবে।

-সহায়িকার পূর্ণ স্বাধীনতা আছে ‘সহায়ক বলবেন’ এরুপ লিখিত বক্তব্যকে নিজের মতো করে পরিমার্জন করা এবং অংশগ্রহণকারীর সামনে তুলে ধরা।

-সময়, স্থান এবং অংশগ্রহণকারীদের সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে কেস স্টোরি, ফ্লাশকার্ড, বিবৃতিমুলক খেলার বিবৃতিগুলো পরিমার্জন করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা সহায়কের রয়েছে।

-সহায়িকাতে যে উদ্দীপক এর তালিকা দেওয়া আছে, তার বাইরেও সহায়ক অধিবেশনকে প্রাণবন্ত করার জন্য অন্য উদ্দীপক প্রশিক্ষণের সময় ব্যবহার করতে পারেন।

প্রশিক্ষণ শিরোনাম

কমিউনিটি ভিত্তিক জেন্ডার, জেন্ডার বৈষম্য এবং জেন্ডার সমতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ’।

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য

- কমিউনিটির মানুষের কাছে সহজ ভাষায় এবং নিজেদের পরিচিত গল্প ও অবজেক্টের মাধ্যমে জেন্ডার এবং জেন্ডার বৈষম্য বিষয়ক ধারণা পৌঁছে দেওয়া।
- জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণে কমিউনিটির ব্যক্তির কি ভুমিকা এবং দায়িত্ব তা নিজেরাই খুঁজে বের করা এবং সেই অনুযায়ী নিজেদের কর্মসুচি নির্ধারন করা।

প্রশিক্ষণ প্রণালী এবং পদ্ধতি

প্রশিক্ষণ সহায়িকাটি লেকচার ভিত্তিক পদ্ধতি (lecture based method) এর পরিবর্তে ক্রিয়া ভিত্তিক পদ্ধতি (Activity based method) কে অনুসরণ করেছে। আর তাই প্রতিটি অধিবেশনে মুক্তঝড় আলোচনা (ব্রেইনস্ট্রমিং), দলীয় কিংবা জোড়ায় অনুশীলন রাখা হয়েছে। এর পাশাপাশি টু কর্নার, ক্রস দি লাইন, কেস স্টোরি বিশ্লেষণ, রোল প্লে প্রভৃতি অংশগ্রহণমূলক খেলা ও পদ্ধতি রাখা হয়েছে। এর ফলে পুরো প্রশিক্ষণ সময়কালীন অংশগ্রহণকারীগণ নিজেরাই নিজেদের পরিচালিত কর্মকান্ডগুলো বা Activity গুলোর মাধ্যমে শিখবে (learn করবে) এবং নিজেদের প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণাগুলোকে অগ্রহণীয় করে তুলবে (unlearn করবে)।

প্রশিক্ষণের সময়

প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৩টা (মোট ৬ ঘন্টা)

প্রশিক্ষণের স্থান

কমিউনিটির যেকোনো বড় স্থানে প্রশিক্ষণটি পরিচালনা করতে হবে। মাঠ, স্কুলের হলরুম, প্রশিক্ষণকেন্দ্র কিংবা বড় কোন শ্রেণীকক্ষ এই প্রশিক্ষণের জন্য সহায়ক স্থান। অবশ্যই প্রশিক্ষণ কক্ষে পর্যাপ্ত আলো বাতাস ও শব্দের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

আসনবিন্যাসঃ

অংশগ্রহণকারীগণ U শেপ করে বসবে। মাঝে কোন টেবিল বা অন্য কোন আসবাবপত্র রাখা যাবে না। তা না হল প্রশিক্ষণ সময়কালীন একটিভিটিগুলো করতে বাধাগ্রস্থ হবে। চেয়ার বা মাদুরে অংশগ্রহণকারীদের বসার ব্যবস্থা করতে হবে। সহায়ক প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ উপকরণ রাখার জন্য পুরো প্রশিক্ষণকক্ষে একটি টেবিল ব্যবহার করতে পারেন।

প্রশিক্ষণ উপকরণ ও সরঞ্জামাদি

প্রশিক্ষণটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে যেসব উপকরণ এবং সরঞ্জামদি লাগবে তা হলোঃ
-হোয়াইট বোর্ড, কালো এবং বিভিন্ন রঙের মার্কার, ফ্লিপচার্ট, শক্ত আর্টপেপার (সাদা বা অফ হোয়াইট), ভিপ কার্ডস্টিকি নোট, সাইনপেন, মাস্কিং টেপ, এ৪ কাগজ , ফ্ল্যাশ কার্ড, কেস স্টোরি প্রিন্ট, বিবৃতিমুলক খেলার জন্য বিবৃতিগুলোর প্রিন্ট, ওয়ার্কশিট প্রিন্ট

প্রশিক্ষণ মুল্যায়ন প্রক্রিয়া

এই সহায়িকাতে দুই ধরণের মূল্যায়ন প্রক্রিয়া দেওয়া আছে।
প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী যদি লিখতে এবং পড়তে পারেন তবে তার জন্য কুইজমূলক মূল্যায়ন ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রাক এবং উত্তর মূল্যায়নে কুইজের প্রতিটি প্রশ্ন কে ধরে ধরে বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ অংশগ্রহণকারীরা প্রশিক্ষণের ফলে কতটুকু ধারণা অর্জন করলো (Knowledge Retention) তা মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে।
প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী পড়তে এবং লিখতে না পারলে, তাদের প্রশিক্ষণ মুল্যায়নের জন্য এই সহায়িকাতে ছবি সম্বলিত একটি প্রাক মূল্যায়ন এবং উত্তর মুল্যায়নের ব্যবস্থা আছে। ৫টি ছবি দেওয়া আছে এবং জিজ্ঞেস করা আছে এই ছবিগুলো ঠিক বলে মনে করেন কিনা। যদি ঠিক বলে মনে করেন তবে কেন করেন? এই ৫টি ছবি মূল অধিবেশনের শুরুতে একবার দেখিয়ে অংশগ্রহণকারীদের মতামত নেওয়া হবে এবং ২য় দিনের ৬ষ্ঠ অধিবেশনের পর এই ছবিগুলো দেখিয়েই আরেকবার অংশগ্রহণকারীদের মতামত নেওয়া হবে। এই দুই মতামতকে মূল্যায়ন করেই প্রশিক্ষণ এর মূল্যায়ন করা হবে।

প্রশিক্ষণ শিডিউল

সময়	অধিবেশন	উপকরণ	পদ্ধতি
১ম দিন			
৯:০০- ৯:৩০	রেজিস্ট্রেশন ও চা	রেজিস্ট্রেশন এবং এটেন্ডেন্স শিট	রেজিস্ট্রেশন
৯:৩০- ১০:০০	পরিচিতি পর্ব		দলে অনুশীলন
১০:০০- ১০:৩০	প্রশিক্ষণ প্রাক মূল্যায়ন	মূল্যায়নপত্র	কুইজ অথবা ব্যক্তির মতামতভিত্তিক মূল্যায়ন
১০:৩০-১১:১৫	দৈনন্দিন জীবনে নারীর কাজ পুরুষের কাজ	ফ্লাশকার্ড , ফ্লিপচার্ট , হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, পোস্টার, মাস্কিং টেপ, সাইনপেন	দলীয় অনুশীলন দলীয় আলোচনা প্রদর্শন মুক্তচিন্তার ঝড় (ব্রেইনস্ট্রমিং)
১১:১৫- ১১:৩০ **চা বিরতি**			
১১:৩০- ১২:০০	নারী পুরুষের প্রাকৃতিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য চিহ্নিতকরণ	ফ্লাশকার্ড , হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, ওয়ার্কশিট	দলীয় অনুশীলন দলীয় আলোচনা প্রদর্শন মুক্তচিন্তার ঝড় (ব্রেইনস্ট্রমিং)
১২:০০- ১:০০	সমাজে আমাদের বেড়ে উঠা ও সামাজিকীককরণ	হোয়াইট বোর্ড মার্কার	রোল প্লে সম্মিলিত আলোচনা (Plenary Discussion) প্রদর্শন মুক্তচিন্তার ঝড় (ব্রেইনস্ট্রমিং)
১:০০-২ :০০ **দুপুরের খাবার বিরতি**			
২ :০০- ২:৪৫	কে ক্ষমতাবান?	পোস্টার , মার্কার	দলীয় অনুশীলন
২:৪৫- ৩:০০ **প্রথম দিনের অধিবেশন সমাপনী**			
২য় দিন			
৯:০০- ৯:১৫	**পূর্ব দিনের অধিবেশন নিয়ে প্রশ্ন এবং মতামত**		
৯:১৫- ৯:৪৫	অধিকার ও বাস্তবতা	ভিপ কার্ড, আর্ট পেপার, সাইনপেন, মাস্কিং টেপ	টু কর্নার দলীয়ভাবে ছক অনুশীলন মুক্তচিন্তার ঝড় (ব্রেইনস্ট্রমিং)
৯:৪৫- ১০:১৫	আমাদের চারপাশে খুঁজে বের করা নারী পুরুষের বৈষম্য	পোস্টার, সাইনপেন , মাস্কিং টেপ	দলীয় কাজ

১০:১৫- ১০:৩০ **চা বিরতি**			
১০:৩০- ১১:০০	সমস্যা বৃক্ষ	পোস্টার, সাইনপেন মাস্কিং টেপ	দলীয় কাজ
১১:০০- ১১:৪৫	ভ্রান্ত ধারণা দূরীকরণ	মাস্কিং টেপ, বিবৃতি	ক্রস দি লাইন মুজঝড় (ব্রেইনস্ট্রমিং)
১১:৪৫- ১২:৪৫	নিজের পক্ষে দাঁড়ানো	সাদা এ৪ সাইজের কাগজ, কলম, কেস স্টোরি প্রিন্ট	কেস স্টোরি বিশ্লেষণ জোড়ায় অনুশীলন
১২:৪৫- ১:৪৫ **দুপুরের খাবার বিরতি**			
১:৪৫- ২:৩০	বৈষম্য দূরীকরণের উপায় খুঁজে বের করা	সাদা আর্ট পেপার, রঙ্গিন স্টিকি নোট , মার্কার, সাইনপেন, মাস্কিং টেপ	বড় দলে অনুশীলন
২:৩০- ৩:০০	প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন	মূল্যায়নপত্র	ব্যক্তির মতামতভিত্তিক মূল্যায়ন
৩:০০- ৩:৩০ **প্রশিক্ষণ সমাপনী**			

উদ্দীপক

প্রশিক্ষণকালীনচলা কালীন উদ্দীপক

মনঃসংযোগ

নিম্নের গল্পটি পড়ে শোনান। গল্পের যে জায়গায় ‘রাজা’ কিংবা ‘জাহাঁপনা’ কথাটি আসবে সেই সময় অংশগ্রহণকারীরা দাঁড়াবে, ‘রানী’ শব্দটি এলে বসবে এবং ‘রাজকন্যা’ শব্দটি এলে হাততালি দিবে। গল্পটি হলঃ

একদিন রাজা মন খারাপ করে প্রাসাদে বসে আছেন। রানী রাজকন্যাকে নিয়ে বাগানে বেড়াতে এলো। হঠাৎ রানী দেখলো, রাজা মন খারাপ করে বাগানে ঘুরতে এসেছে। তা দেখে রানী বলল, জাহাঁপনা আপনার মন খারাপ কেন? রাজা বলল, আমার মন খারাপ ছিল । কিন্তু তোমাকে আর রাজকন্যাকে দেখে মন ভালো হয়ে গিয়েছে। এরপর রাজা, রানী এবং রাজকন্যাকে নিয়ে প্রাসাদের ভেতরে চলে গেলো।

কোন কিছু ছোঁয়া

অংশগ্রহণকারীদের দাঁড়াতে বলুন, তাদের সামনে ডাকুন এবং তাদের শরীরের যে কোন অংশের সাহায্যে একটি নির্দিষ্ট রং ছুঁতে বলুন। যেমনঃ বাম কনুই দিয়ে সবুজ রঙের কিছু একটা ছুঁয়ে দিন অথবা নাক দিয়ে লাল রঙের কিছু একটি ছুঁয়ে দিন। এরকম ভাবে কয়েকবার ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন রং ছুঁয়ে দেওয়ার খেলাটি খেলুন

ভুল তথ্যের রেলগাড়ি

অংশগ্রহণকারীদেরকে লাইনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে একটি রেলগাড়ি তৈরি করতে বলুন। সবচেয়ে শেষের ব্যক্তির কানে কানে একটি বড় বাক্য বলুন যা তিনি সামনের জনের কানে বলবে, এভাবে কথাটি রেললাইনের একদম সামনের জনের কাছে আসবে। সামনের জনকে জিজ্ঞেস করুন তিনি কি শুনেছেন এবং পেছনের জনকে জিজ্ঞেস করুন তাকে আপনি কি বলেছিলেন। দেখা যাবে ভুল তথ্য দিয়ে রেলগাড়িটি চলেছে। এই খেলাতে বাক্যের বদলে কোন বিশেষ অঙ্গভঙ্গি করেও খেলতে পারেন।

প্রশিক্ষণ সমাপ্তির আগে উদ্দীপকঃ

প্রত্যেকের হাতে একটি করে এ৪ কাগজ দিন। সেই কাগজে নিজেদের হাতের রুপরেখা আঁকতে বলুন। এরপর কাগজটি টেপ দিয়ে তাদের পিঠে আটকে দিন। প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে একে অপরের পিঠে আটকানো কাগজে ওই হাতের রুপরেখার মধ্যে কিছু ভালো কথা, উৎসাহমূলক অথবা তাদের ভালো কোন গুণের কথা লিখতে বলুন। যখন সবাই নিজ নিজ কাগজটি নিয়ে ফিরে যাবে তখন প্রত্যেকের কাছে এই প্রশিক্ষণের একটি স্মারক থেকে যাবে।

১ম দিন

অধিবেশন ১	পরিচিতি পর্ব
অধিবেশন ২	প্রশিক্ষণ প্রাক মূল্যায়ন
অধিবেশন ৩	দৈনন্দিন জীবনে নারীর কাজ, পুরুষের কাজ
অধিবেশন ৪	নারী পুরুষের প্রাকৃতিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য চিহ্নিতকরণ
অধিবেশন ৫	সমাজে আমাদের বেড়ে উঠা ও সামাজিকীককরণ
অধিবেশন ৬	কে ক্ষমতাবান ?

অধিবেশন ১ : পরিচিতি পর্ব

উদ্দেশ্যঃ	সময়ঃ	উপকরনঃ	পদ্ধতিঃ
এই অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের সম্পর্কে বিশেষণ খুঁজে বের করবে। একে অন্যের পরিচয় সম্পর্কে জানবে।	৩০ মিনিট		

সহায়ক এই অধিবেশনের শুরুতে সবাইকে উঠে দাঁড়াতে বলবে এবং প্রশিক্ষণ কক্ষে এলোমেলোভাবে হাঁটতে বলবে। প্রশিক্ষক হাঁটার সময় বিভিন্ন ধরণের নির্দেশনা দিবে। প্রথমে ধীরে হাঁটতে বলবে। এরপর জোরে জোরে হাঁটতে বলবে। জোরে হাঁটার সময় অংশগ্রহণকারীদেরকে নির্দেশনা দেওয়া হবে একজন জোড়া খুঁজে নিয়ে একসাথে হাঁটতে। সবাই জোড়া খুঁজে পেলে সহায়ক হাঁটা বন্ধ করতে বলবে এবং যে জোড়া যেখানে আছে সেখানেই দাঁড়াতে বলবে।

এরপর সহায়ক বলবেন, 'আপনারা প্রত্যেকে আপনাদের বন্ধু/সংগীর পরিচয় দিবেন। তবে পরিচয়টা একটু ভিন্নভাবে দিবেন। সঙ্গীর নামের সাথে একটি বিশেষণ লাগিয়ে দিবেন। যেমনঃ কারো নাম চাঁপা এবং সে খুব সাহসী। তার পরিচয়টা দিবেন এভাবে যে উনার নাম সাহসী চাঁপা, উনি আমার বন্ধু। আবার কারো নাম জলিল এবং সে খুব হাসিখুশি। তার পরিচয় দিবেন উনার নাম হাসিখুশি জলিল, উনি আমার বন্ধু। এভাবে সবাই এক মিনিট ভেবে নিজেদের জোড়াকে একটি বিশেষণ দিন এবং আপনার জোড়াকে আমাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিন'।

অংশগ্রহণকারীরা যখন নিজেদের সঙ্গীকে বিভিন্ন বিশেষণ দিয়ে পরিচয় করিয়ে দিবে, তখন সহায়ক তাদের কাছে জানতে চাবে কেন তারা এই বিশেষণ দিয়েছে। যেমন কেউ যদি বলে আমার সঙ্গীর নাম দায়িত্ববান রুপা। তখন সহায়ক জিজ্ঞেস করবেন, 'কেন উনাকে দায়িত্ববান বিশেষণটি আপনি দিলেন'।

এভাবে একে একে প্রতিটি অংশগ্রহণকারীর পরিচয় জেনে হাততালির মাধ্যমে অধিবেশনটি শেষ হবে।

অধিবেশন ২ প্রশিক্ষণ প্রাক মূল্যায়ন/ প্রশিক্ষণ উত্তর মূল্যায়ন

উদ্দেশ্যঃ	সময়ঃ	উপকরনঃ	পদ্ধতিঃ
• এই অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীদর মতামতের উপর ভিত্তি করে জেন্ডার ধারণা তাদের কতটুকু রয়েছে তা প্রাক মূল্যায়ন করা হবে। • এই একই প্রশ্নপত্রটি দিয়ে প্রশিক্ষণ পরবর্তী তাদের জেন্ডার ধারণার পরিবর্তন হয়েছে কিনা তাও যাচাই করা যাবে।	৩০ মিনিট	মূল্যায়নপত্র এ৪ কাগজ কলম	কুইজ/ ব্যক্তির মতামত ভিত্তিক মূল্যায়ন
অধিবেশন পুর্ব প্রস্তুতিঃ অবশ্যই প্রশিক্ষণের অংশগ্রহণকারীর দ্বিগুণ সংখ্যা এই মূল্যায়নপত্র প্রিন্ট করে রাখতে হবে, প্রাক এবং উত্তর মুল্যায়নের জন্য।			

অংশগ্রহণকারী যদি লিখতে এবং পড়তে পারেন, তবে সহায়ক সবাইকে নিম্নোক্ত কুইজ সম্বলিত মূল্যায়ন পত্রটি প্রশিক্ষণের পুর্বে এবং পরে মুল্যায়নের জন্য প্রদান করবেন। প্রশিক্ষণ প্রাক ও পরবর্তী মূল্যায়ন পত্রের উত্তর যাচাইয়ের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের মূল্যায়ন তথা অংশগ্রহণকারী কতটা ধারণা অর্জন করলো তা সহায়ক যাচাই করতে সক্ষম হবেন।
অংশগ্রহণকারী যদি লিখতে এবং পড়তে না পারেন, তবে নিম্নোক্ত ছবি সম্বলিত মূল্যায়ন পত্রটি সহায়ক সকলের হাতেদিবে এবং পুরো প্রশ্নপত্রটি একবার জোরে জোরে রিডিং পড়ে বুঝিয়ে দিবে। এবার প্রতিটি অংশগ্রহণকারীর কাছ থেকে প্রশ্নগুলো নিয়ে মতামত জানতে চাইবে। প্রতিটি অংশগ্রহণকারীকে ১ মিনিট সময় দেওয়া হবে তাদের উত্তরপত্রটি উক্সথাপন করার জন্য। প্রতিটি অংশগ্রহণকারী যখন উত্তরপত্রটি উক্সথাপন করবে তখন তিনি মতামতগুলো লিখে রাখবে। কোন প্রশ্নে কতজন ঠিক উত্তর দিলো তাও তিনি লিখে রাখবেন। ঠিক একইভাবে ২য় দিনের শেষ অধিবেশনে একই প্রশ্নপত্র দিয়ে প্রশিক্ষণ-উত্তর মুল্যায়ন একইভাবে করা হবে। এবং প্রতিটি অংশগ্রহণকারীর উক্সথাপিত উত্তরগুলোর মাধ্যমে কোন প্রশ্নে কতটুকু ধারণা বৃদ্ধি পেয়েছে তা সহায়ক লিখে রাখবেন। এই প্রক্রিয়ায় প্রশিক্ষণ শেষে সহায়ক প্রাক মুল্যায়নের মতামত এবং উত্তর মূল্যায়নের মতামতকে যাচাই করে প্রশিক্ষণটির পূর্ণাংগ মুল্যায়ন করতে সক্ষম হবে।

মুল্যায়নপত্র

সঠিক উত্তরটি বেছে নিন। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১

নামঃ বয়সঃ জেন্ডারঃ নারী/পুরুষ
মোবাইল নাম্বারঃ ঠিকানাঃ
পেশাঃ
কখন এই পত্রটি পূরণ করা হচ্ছে? প্রশিক্ষণের পুর্বে/প্রশিক্ষণের পরে

১। ‘সব মানুষের অধিকার সমান এই কথাটি বইয়ে লেখা আছে, কিন্তু বাস্তবে সব মানুষের অধিকার সমান না’- নিচের কোনটি ঠিক?

- পুরোপুরি সত্য
- পুরোপুরি মিথ্যা
- কিছুটা সত্য কিছুটা মিথ্যা
- কোনমতেই সত্য নয়

২। মেয়েরা কোন খেলা খেলতে পারে?

- ফুটবল
- ব্যাডমিন্টন
- বউছি
- সব খেলাই মেয়েরা খেলতে পারে

৩। ‘ছেলেরা বাইরের কাজে পারদর্শী হবে, মেয়েরা ঘরের কাজে পারদর্শী হবে’- এই বক্তব্যটির জন্য নিচের কোনটি ঠিক?

- এই ধারণাটি প্রাকৃতিকভাবে তৈরি
- এই ধারণাটি সামাজিক ভাবে তৈরি

৪। ‘বিয়ের পর বাবার বাড়ির সাথে দেখা করতে না দেওয়া, চাকরি করতে না দেওয়া, বাইরে বের হতে না দেওয়া’ এইগুলো কি নারীর উপর নির্যাতন বলে মনে করেন?

- হ্যাঁ
- না
- পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে
- জানি না

৫। পরিবারে যখন একজন ছেলে যখন বড় হয় তখন পরিবারের চিন্তা থাকে ছেলেটির পড়াশুনা এবং চাকরি নিয়ে, কিন্তু মেয়ের ক্ষেত্রে দেখা যায় পরিবার প্রায়ই চিন্তা করে তার ভালো বিয়ে নিয়ে। এই যে পরিবার মেয়ে এবং ছেলের জন্য পৃথকভাবে চিন্তা করছে, এর ফলে মেয়েটি কি কোন বৈষম্যের শিকার হচ্ছে?

- হ্যাঁ
- না
- পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে
- জানি না

৬। নারীদের জ্ঞান কম, তাই বড় বড় সিদ্ধান্ত নারী নিতে পারে না। অনেক সময় এই কথাগুলো অনেকে বলে থাকে। আপনি কি মনে করেন?

- এই কথাটি একটি ভ্রান্ত ধারণা
- এই কথাটি সম্পূর্ণ ঠিক
- পরিস্থিতির সাপেক্ষে কখনো কখনো এই কথাটি ঠিক
- জানি না

৭। ধরুন, একটি পরিবারে একজন কন্যা সন্তান জন্মেছে এবং একটি পুত্র সন্তান জন্ম নিয়েছে। আপনি সেই পরিবারে বাচ্চা দুইটিকে দেখতে যাবেন। মার্কেটে গিয়ে আপনি নিচের কোন কাজটি করবেন?

- লাল রঙের পুতুল আর জামা মেয়েটির জন্য কিনবেন, নীল রঙের জামা এবং বল ছেলেটির জন্য কিনবেন।
- লাল রঙের পুতুল আর জামা ছেলেটির জন্য কিনবেন, নীল রঙের জামা এবং বল মেয়েটির জন্য কিনবেন।
- দুইজনের জন্য একই রঙের জামা এবং একই রঙের খেলনা কিনবেন।
- কিছুই কিনবেন না।

৮। নিচের ছবিতে দেখে আপনার কি মনে হচ্ছে?

- পরিবারটি সুখী পরিবার, কারণ সবাই ঘরের কাজ মিলেমিশে করছে।·
- এখানে বয়স্ক পুরুষ রান্না করছে, সবজি কাটছে এবং একজন কিশোরছেলে থালা বাসন ধুচ্ছে।
- রান্নাঘরের কাজে ছেলেরা কেন থাকবে? ·
- রান্নাবান্না ও ঘরের কাজ মেয়েদের কাজ। এখানে মিলেমিশে করারকিছু নাই। ছবিটি দেখে কিছু বোঝা যাচ্ছেনা।

৯। বিয়ের পর কখন, কয়টি কত বিরতিতে সন্তান গ্রহণ করা হবে, এই সিদ্ধান্তটি কার?

- নারীর
- পুরুষের
- পরিবারের
- কারোর না

১০। সমাজে নারী পুরুষের যে বৈষম্য আছে তা কিভাবে দূর হবে?

- কখনোই দূর হবে না, কারণ আদিকাল থেকেই এই বৈষম্য চলে আসছে
- মানসিকতার পরিবর্তন না হলে এই বৈষম্য দূর হবে না আর কারোর মানসিক পরিবর্তন হবেও না।
- নারী পুরুষের মধ্যে সমাজে কোন বৈষম্য নেই, প্রকৃতি এভাবেই বানিয়েছে তাদেরকে।
- যার যার জায়গা থেকে কাজ করে, পরিবার এবং সমাজের মধ্য জনসচেতনতা গড়ে তুলে এবং নিজের ও অন্যের মানসিকতার পরিবর্তনের জন্য কাজ করলে, ধীরে ধীরে এই বৈষম্য দূর হবে।

মূল্যায়নপত্র

১। কোনটি মেয়েদের খেলনা আর কোনটি ছেলেদের খেলনা হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?

২। একটি পরিবারের সদস্যরা তাদের মেয়েকে রান্না করতে দিয়েছে, আরেকটি পরিবারের সদস্যরা তাদের মেয়েকে ফুটবল খেলতে পাঠিয়েছে। কোন পরিবারটি ঠিক কাজ করেছে বলে আপনি মনে করেন?

৩। একটি পরিবারের সদস্যরা তাদের ছেলেকে রান্না করতে দিয়েছে, আরেকটি পরিবারের সদস্যরা তাদের ছেলেকে ক্রিকেট খেলতে পাঠিয়েছে। কোন পরিবারটি ঠিক কাজ করেছে বলে আপনি মনে করেন?

৪। এখানে কোন ছবিটি আপনার ঠিক বলে মনে হয় এবং কেন?

৫। কন্যা সন্তান জন্ম দেওয়ার অপরাধে একটি পরিবার স্ত্রীকে নির্যাতন করছে আরেকটি পরিবার দ্বিতীয়বার কন্যা সন্তান জন্ম দেওয়ার জন্য আনন্দ করছে। কোন পরিবারটি ঠিক কাজ করছে বলে আপনি মনে করছেন? কেন?

অধিবেশন ৩ দৈনন্দিন জীবনে নারীর কাজ পুরুষের কাজ

উদ্দেশ্যঃ	সময়ঃ	উপকরনঃ	পদ্ধতিঃ
• এই অধিবেশনের পরে অংশগ্রহণকারীরা • সমাজ কিভাবে নারীর কাজ পুরুষের কাজ পৃথক করে তা বলতে পারবেন। • সমাজ নির্ধারিত নারীর কাজ এবং পুরুষের কাজ যে পরিবর্তন হতে পারে সেই বিষয়ে বলতে পারবেন।	৪৫ মিনিট	ফ্লাশকার্ড ফ্লিপচার্ট হোয়াইট বোর্ড মার্কার পোস্টার মাস্কিং টেপ সাইনপেন	দলীয় অনুশীলন দলীয় আলোচনা প্রদর্শন মুক্তচিন্তার ঝড় (ব্রেইনস্ট্রমিং)
অধিবেশন পূর্ব প্রস্তুতি ফ্ল্যাশকার্ড ১ এবং ফ্ল্যাশকার্ড ২ প্রশিক্ষণের পুর্বেই প্রিন্ট করে সহায়ক হাতে রাখবেন। অধিবেশনের ৩ এর শেষাংশে ফ্ল্যাশকার্ড ১ এবং ফ্ল্যাশকার্ড ২ যুক্ত করা রয়েছে।			

অধিবেশনের শুরুতে সহায়ক বলবেন, ‘ আমরা প্রতিদিন বিভিন্ন কাজ করি। আমরা দেখি যে আমাদের চারপাশে নারীরা একরকম কাজ করেণ, পুরুষরা একরকম কাজ করেন। প্রথমেই চলুন বের করি যে, আমাদের প্রতিদিনের জীবনে সাধারণত নারী এবং পুরুষ কি কি ধরণের কাজ করতে আমরা দেখে থাকি ’।
এরপর সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের দুইটি দলে ভাগ করে দিবেন এবং প্রত্যেক দলকে একটি করে পোস্টার এবং একটি করে সাইনপেন দিবেন । একটি দলকে প্রাত্যহিক জীবনে একজন নারী কি কি কাজ করেন সেই কাজগুলোর একটি তালিকা তৈরি করতে বলবেন। অন্য দলটিকে প্রাত্যহিক জীবনে একজন পুরুষ কি কি কাজ করেন সেই কাজগুলোর একটি তালিকা তৈরি করতে বলবেন।

দলীয় অনুশীলনের প্রক্রিয়া
অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা জোড় হলে সমান সংখ্যক ভাবে অংশগ্রহণকারীদের দুইটি দলে ভাগ করে নিতে হবে।
যদি অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে পুরুষ এবং নারী মিশ্রিত থাকে, তবে পুরুষ অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে একটি দল এবং নারী অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে একটি দল তৈরি করতে হবে। পুরুষ দলটিকে ‘নারীর কাজ’ এর তালিকা তৈরি করতে বলা হবে, এবং নারী দলটিকে প্রাত্যহিক জীবনে ‘পুরুষের কাজ’ এর তালিকা তৈরি করতে বলা হবে।

এরপর সহায়ক দল দুইটিকে নিজেদের পোস্টার দেয়ালে মাস্কিং টেপ দিয়ে লাগিয়ে দিতে আহবান করবেন। প্রতি দল থেকে একজনকে আহবান করা হবে পোস্টারের কাজের তালিকাগুলোকে উপ্সথান করার জন্য। প্রতিটি দলের উপ্সথাপনের শেষে অপর দলের কাছে জানতে চাওয়া হবে তারা তালিকায় আর কোন কাজ যুক্ত করতে চান কিনা। দলীয় উপ্সথাপনা শেষে প্রত্যেকে হাত তালি দিয়ে দলীয় ভাবেই স্থান নিবেন (যে দলে বসে কাজ করেছেন, সেই দলেই বসবেন)।
সহায়ক বলবেন, ‘আমরা তাহলে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে নারীর কাজ এবং পুরুষের কাজ দেখলাম। আমরা দেখছি যে ঘরের রান্নাবান্না, কাপড় ধোয়া, ঘর পরিস্কার করা, সন্তান এবং পরিবারের বৃদ্ধ সদস্যদের দেখাশোনা করা কাজগুলো নারীরা করে থাকেন। অন্যদিনে অফিসে/কাজে যাওয়া, বাজার করা, খেলাধুলা করা, সন্তানের সাথে সময় কাটানো, পড়াশুনা করানো এই কাজগুলো পুরুষরা করে থাকেন (সম্ভাব্য উত্তর এগুলো আসতে পারে)। এবার আমরা কিছু ছবি দেখব। ছবিগুলো দেখার পরে আমরা কিছু প্রশ্নের উত্তর দেব’।
এরপর সহায়ক ‘পুরুষের কাজ’ তালিকা তৈরি করা দলটিকে ফ্লাশকার্ড ১ এবং ‘নারীর কাজ’ তালিকা তৈরি করা দলটিকে ফ্ল্যাশকার্ড ২ দেবেন।

‘পুরুষের কাজ’ তালিকা তৈরি করা দলকে প্রশ্ন	‘নারীর কাজ’ তালিকা তৈরি করা দলকে প্রশ্ন
ছবিগুলো থেকে আপনারা কি দেখতে পারছেন?	ছবিগুলো থেকে আপনারা কি দেখতে পারছেন?
আপনার চারপাশের পুরুষদেরকে এই কাজগুলো করতে কখনো দেখেছেন কি?	আপনার চারপাশের নারীদেরকে এই কাজগুলো করতে কখনো দেখেছেন কি?
আমরা সাধারণত দেখে থাকি যে আমাদের চারপাশে রান্নাবান্না, ঘরের কাজ মূলত নারীরা করে, কিন্তু ছবিতে দেখছি পুরুষরাও এই কাজ করতে পারে, তার মানে কি এইসকল কাজ আসলে নারী পুরুষ দুজনেই করতে পারে বলে আপনারা মনে করেন?	আমরা সাধারণত দেখে থাকি যে আমাদের চারপাশে আয় উপার্জন, বাজার করা, চাকরি করা, যানবাহন চালানো এসব কাজগুলো পুরুষরা করে, কিন্তু ছবিতে দেখছি নারীরা এই কাজগুলো করতে পারে, তার মানে কি এইসকল কাজ আসলে নারী পুরুষ দুজনেই করতে পারে বলে আপনারা মনে করেন?
আমরা যেগুলোকে নারীর কাজ বলে নির্ধারিত করি তা কি চাইলে পুরুষরা করতে পারে এবং যেগুলোকে পুরুষের কাজ বলে নির্ধারিত করি তা কি চাইলে নারীরা করতে পারে?	আমরা যেগুলোকে পুরুষের কাজ বলে নির্ধারিত করি তা কি চাইলে নারীরা করতে পারে এবং যেগুলোকে নারীর কাজ বলে নির্ধারিত করি তা কি চাইলে পুরুষ করতে পারে?

দুই দলের থেকে উত্তর নিয়ে সহায়ক সারসংক্ষেপ করে বলবেন, ‘তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আসলে কাজের কোন নারী কিংবা পুরুষ হয়না। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে যেসমস্ত কাজ নারীরা করেন তা একজন পুরুষ যেমন করতে পারে, তেমনি নারীরা চাইলে পুরুষের কাজ করতে পারেন। যেকোনো কাজ ই আসলে দক্ষতার বিষয়। আমাদের নারীদের ছোটবেলা থেকে রান্নাবান্না করা, ঘরের কাজ করা ইত্যাদি শেখানো হয় তাই নারীরা সহজেই ঘর গুছাতে পারে, রান্না করতে পারেন। যদি আমাদের ছেলে সন্তানদের ছোটবেলা থেকে আমরা ঘরের কাজ শিখাই, দেখা যাবে বড় হলে তারাও সুন্দর করে ঘর গুছাতে পারবে, রান্নাবান্না করতে পারবে। আবার কোন মেয়েকে যদি ছোটবেলা থেকে পড়াশুনা শেখানো হয়, খেলাধুলা শেখানো হয় বড় হলে সেও একজন পুরুষের মত চাকরি করতে পারবে, অফিসে যেতে পারবে, ফুটবল খেলতে পারবে। আমাদের দেশে এখন আমরা কি দেখি? প্রচুর নারীরা চাকরি করছে এবং আয় উপার্জন করছে। সেরকমভাবে বড় বড় হোটেলে পুরুষরা রান্নার কাজ করছে। তাই নারীর কাজ এবং পুরুষের কাজ বলে আলাদাভাবে কিছু হয়না”।

সহায়ক এরপর অংশগ্রহণকারীদের কাছে জানতে চাইবে যে, ‘এই পর্যন্ত কারো কোন প্রশ্ন আছে কি না”। যদি প্রশ্ন না থাকে সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে পরবর্তী অধিবেশনে চলে যাবে।

ফ্ল্যাশকার্ডঃ ১

ফ্ল্যাশকার্ডঃ ২

অধিবেশন ৪ নারী পুরুষের প্রাকৃতিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য চিহ্নিতকরণ

উদ্দেশ্যঃ	সময়ঃ	উপকরনঃ	পদ্ধতিঃ
• এই অধিবেশনের পরে অংশগ্রহণকারীরা • নারী এবং পুরুষের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারবে। • নারী এবং পুরুষের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য এর মিল ও অমিল চিহ্নিত করতে পারবে। • নারী এবং পুরুষের সামাজিক বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারবে।	৩০ মিনিট	ফ্লাশকার্ড হোয়াইট বোর্ড মার্কার ওয়ার্কশিট	দলীয় অনুশীলন দলীয় আলোচনা প্রদর্শন মুক্তচিন্তার ঝড় (ব্রেইনস্ট্রমিং)
অধিবেশন পূর্ব প্রস্তুতি ফ্ল্যাশকার্ড ৩ , ফ্ল্যাশকার্ড ৪ এবং চারটি দলের কাজের জন্য ওয়ার্কশিট প্রশিক্ষণের পুর্বেই প্রিন্ট করে সহায়ক হাতে রাখবেন। অধিবেশনের ৪ এর শেষাংশে ফ্ল্যাশকার্ড ৩ এবং ফ্ল্যাশকার্ড ৪ এবং চারটি ওয়ার্কশিট যুক্ত করা রয়েছে।			

সহায়ক বলবেন, ‘আমরা এই পর্যায়ে দুইটি ফ্লাশকার্ড দেখব। ছবি দুইটি দেখে আপনাদের বলতে হবে ছবি দুইটি কিসের’। (ফ্ল্যাশকার্ড ৩ একটি পুরুষের ছবি, ফ্ল্যাশকার্ড ৪ নারীর ছবি)।

অংশগ্রহণকারীরা উত্তর দিলে সহায়ক জিজ্ঞেস করবে, ‘কেন এই ছবিটিকে একটি পুরুষের ছবি তারা মনে করছে’। সম্ভাব্য উত্তর আসবে, ‘ছবিতে ব্যক্তিটির দাড়ি আছে, শার্ট পরেছে, চুল ছোট ইত্যাদি’। সহায়ক হোয়াইট বোর্ডে এক পাশে ‘পুরুষ’ কথাটি লিখে অংশগ্রহণকারীর কাছ থেকে পাওয়া উত্তরগুলো একে একে লিখবে।

এরপর ফ্লাশকার্ড ৪ দেখিয়ে একইভাবে ছবিটিকে তারা কেন নারী ভাবছে তা জানতে চাইবেন এবং হোয়াইট বোর্ডে এক পাশে ‘নারী’ কথাটি লিখে অংশগ্রহণকারীর কাছ থেকে পাওয়া উত্তরগুলো একে একে লিখবে। এক্ষেত্রে সম্ভাব্য উত্তর হবে, ‘শাড়ি পরেছে , বাচ্চা জন্ম দিয়েছে, চুল খোপা করা ইত্যাদি’।

লেখা শেষে সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের কাছে পুরুষ এবং নারীর আরও কিছু বৈশিষ্ট্য জানতে চাইবে, নিজেও সহায়তা করবে। যেমনঃ পুরুষ সন্তান জন্ম দিতে পারে না, নারীদের বড় বয়সে মাসিক হয় এবং পুরুষের হয়না, পুরুষ কঠিন হয় নারীরা কোমল হয়, পুরুষরা সংসারে সব সিদ্ধান্ত নেয়, পরিবারের কর্তা হয়,নারী গৃহিণী হয়, নারীরা বাচ্চাদের দুধ খাওয়াতে পারে পুরুষরা পারে না,, পুরুষের দাঁড়ি গোঁফ হয় নারীদের হয়না, পুরুষের বুকে লোম হয় এবং নারীদের বুকে লোম হয়না ইত্যাদি।

বৈশিষ্ট্যগুলো লেখার পরে সহায়ক ভিন্ন রং এর মার্কার দিয়ে শারীরিক বৈশিষ্ট্যগুলোকে গোল দাগ করে দিবে।

সহায়ক বলবে, ‘ দেখুন এই গোল দাগ করা বৈশিষ্ট্যগুলো পৃথিবীর সব পুরুষ এবং নারীর একইরকম না? পৃথিবীর সব দেশের নারীরা মা হয়। সব দেশের মায়েরা একই ভাবে বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ায়। আবার সব দেশের পুরুষরা একইভাবে দাঁড়ি গোফ নিয়ে জন্মায়, সব পুরুষের শারীরিক গঠন প্রায় একই রকম। তার মানে এই শারীরিক বৈশিষ্ট্যগুলো সব জায়গায়, সব সময়ে একই রকম। তাই না? এগুলো জন্মের সময় থেকে একজন পুরুষ এবং একজন নারী পেয়ে থাকে। জন্মের সময় থেকে আমরা যে শারীরিক গঠন এবং বৈশিষ্ট্যগুলো পাই একেই প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য বলে’।

এবার সহায়ক বলবেন, ‘নারী এবং পুরুষের শরীরের গঠনের কিন্তু মিল বেশি অমিল কম। প্রত্যেক নারী পুরুষের দুইটি হাত, দুইটি পা, একটি নাক, দুইটি চোখ আছে। এমনকি প্রত্যেকের হার্ট, কিডনি, খাদ্য হজমের অঙ্গ সব এক। শুধু অমিল কিন্তু একটি জায়গায়। শরীরের নিম্নভাগে প্রজনন অঙ্গ। নারী এবং পুরুষের এই প্রজননঅঙ্গের ভিন্নতা ছাড়া আর কোন অমিল নাই। শুধু এই অমিলটুকুর জন্য একজন নারী সন্তান জন্ম দিতে পারে আর একজন পুরুষ সন্তান জন্ম দিতে পারে না’।

সহায়ক বলবেন, ‘দেখেন এই শারীরিক বৈশিষ্ট্যগুলো ছাড়াও আপনারা আরও কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। যেমন পুরুষ পরিবারে সিদ্ধান্ত নেয়, কঠিন হয়, সাহসী হয়। আবার নারীর ক্ষেত্রে আপনারা বলেছেন নারীরা কোমল হয়, গৃহিণী হয়, মমতাময়ী হয়। কিন্তু সব নারীই কি গৃহিণী হয় কিংবা সব পুরুষই কি সবসময় কঠিন এবং সাহসী হয়? এগুলো কিন্তু একেক সমাজে, একেক জায়গায় একেক রকম। একে বলা হয় পুরুষ ও নারীর সামাজিক বৈশিষ্ট্য। কারণ এগুলো জন্ম থেকে কেউ পায় না, সমাজ থেকে আস্তে আস্তে শেখে’।

সহায়কের জন্য নোট

নারী এবং পুরুষের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য (Sex):

পুরুষ এবং নারীর মধ্যে জৈবিক বৈশিষ্ট্য বোঝায় যা প্রাকৃতিক এবং জন্মের সময় থেকেই সুনির্দিষ্টভাবে থাকে যেমনঃ ক্রোমোজোম, হরমোন, প্রজনন অঙ্গ ইত্যাদি।

নারী এবং পুরুষের সামাজিক বৈশিষ্ট্য (Gender):

নারী-পুরুষের কাছ থেকে সমাজ যে নির্ধারিত ভূমিকা ও দায়িত্ব প্রত্যাশা করে, তাকেই জেন্ডার বোঝায়। যেমন একজন নারীর কাছ থেকে সমাজ আশা করে সে সন্তান লালন পালন করবে এবং মমতাময়ী হবে। এইটা কিন্তু কোন জন্মগতভাবে নারী পাচ্ছে না। সমাজ এই ভুমিকাটি ধীরে ধীরে নারীটিকে শিখাচ্ছে। এইটিই জেন্ডার। দেশ, সংস্কৃতি, সময় ইত্যাদির পরিবর্তনে এইসকল সামাজিক বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন হতে পারে।

সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের বলবেন, ‘আমরা তাহলে এক কথায় বলতে পারি যা একজন নারী এবং যা একজন পুরুষ জন্মের সময় পেয়ে থাকে তাই তার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য। যা তাদের ধীরে ধীরে সমাজ শেখায় তা নারী এবং পুরুষের সামাজিক বৈশিষ্ট্য। এই সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলো সমাজ এবং সময় অনুযায়ী পরিবর্তন হয়। যেমন বাংলাদেশের সমাজে আমরা পুরুষদেরকে শার্ট পরতে দেখি। কিন্তু আমেরিকা কিংবা ইউরোপ দেশগুলোতে নারীরাও শার্ট পরে। আবার ধরুন, আমাদের সমাজে বেশিরভাগ সময় আমরা দেখি নারীরা চুল বড় রাখে। কিন্তু অনেক সময় পুরুষরাও চুল বড় রাখে। আবার আগেকার দিনে বলা হতো যে, পুরুষরাই কেবল আয় করবে। কিন্তু এখন দেখেন শহর ও গ্রামে প্রচুর নারীরা কাজ করছে এবং আয় করছে। তার মানে কিন্তু এই সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলো পরিবর্তন হচ্ছে’।

সহায়ক এবার অংশগ্রহণকারীদের চারটি দলে ভাগ করবেন এবং প্রত্যেক দলকে একটি করে ওয়ার্কশিট দিবেন। বলবেন, ‘চলুন আমরা এবার খুঁজে বের করি নারী এবং পুরুষের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য কোনটি আর কোনটি সামাজিক বৈশিষ্ট্য। এখানে প্রতিটি গ্রুপকে একটি করে কাগজ দেওয়া আছে সেখানে ৫টি করে লাইন লেখা আছে। এই লাইনগুলো পড়ে আপনাদের নির্ধারন করতে হবে কোনটি নারী এবং পুরুষ জন্মগত ভাবে পেয়েছে, কোনটি সমাজ থেকে পেয়েছে। যেইটি জন্মগত ভাবে পেয়েছে সেইটি প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, যেইটি সমাজ থেকে শিখেছে বা পেয়েছে সেইটি সামাজিক বৈশিষ্ট্য। প্রতিটি লাইনের পাশে দুইটি ঘর আছে। প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য এবং সামাজিক বৈশিষ্ট্য। লাইন পড়ে যেইটি ঠিক বলে মনে হবে সেই বৈশিষ্ট্যের ঘরে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিবেন’।

দলীয় কাজ শেষে প্রতিটি দল থেকে একজন প্রতিনিধির কাছ থেকে সহায়ক জানতে চাইবেন তারা কোনটিকে প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য এবং কোনটিকে সামাজিক বৈশিষ্ট্য বলে চিহ্নিত করেছেন। সঠিক হলে হাততালি দিয়ে উৎসাহিত করবেন। ভুল হলে পুনরায় তাদের চিন্তা করতে বলবেন এবং অন্য দলকে মতামত দিতে বলবেন। এই অনুশীলনের মাধ্যমে এই অধিবেশনটি শেষ হবে।

ওয়ার্কশিট

দলঃ১		
	প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য	**সামাজিক বৈশিষ্ট্য**
নারীরা সন্তান জন্ম দেয় এবং সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়ায়		
ঘরের কাজ করা, রান্নাবান্না করা, সন্তানের দেখাশোনা করা একমাত্র নারীরই দায়িত্ব।		
ভালো মেয়েরা কারো মুখে মুখে কথা বলেনা, চুপচাপ শুধু শুনে যায়।		
পুরুষকে একটু রাগী না হলে মানায় না।		
পুরুষের বুকে লোম থাকে		

দলঃ২		
	প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য	**সামাজিক বৈশিষ্ট্য**
আমরা দেখি বেশিরভাগ অটো রিকশাই পুরুষ চালায়, হঠাৎ হঠাৎ কোন নারীকে অটো রিকশা চালাতে দেখি।		
সংসারের আয় উপার্জন করার দায়িত্ব একমাত্র পুরুষের।		
মেয়েরা কোমল, অত ভারী কাজ করতে তারা পারে না।		
প্রতি মাসে নারীর মাসিক হয়।		
পুরুষ বাচ্চা জন্ম দিতে পারে না এবং বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়াতে পারে না।		

দলঃ ৩		
	প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য	**সামাজিক বৈশিষ্ট্য**
বাংলাদেশের পুরুষ শার্ট, লুংগি, পাঞ্জাবি পরে আর বাংলাদেশের মেয়েরা শাড়ি, সালোয়ার কামিজ পরে।		
আমরা দেখতে পাই আমাদের চারপাশে মেয়েদের চুল বড় হয় এবং ছেলেদের চুল ছোট হয়।		
বড় হলে ধীরে ধীরে মেয়েদের স্তন বড় হতে থাকে এবং বাচ্চা জন্ম দেওয়ার পরে সেখানে দুধ আসে।		
ভালো মেয়েরা কারো মুখে মুখে কথা বলেনা, চুপচাপ শুধু শুনে যায়।		
পুরুষদের মুখে দাঁড়ি গোঁফ হয়।		

দলঃ৪		
	প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য	**সামাজিক বৈশিষ্ট্য**
সংসারের আয় উপার্জন করার দায়িত্ব একমাত্র পুরুষের।		
ঘরের কাজ করা, রান্নাবান্না করা, সন্তানের দেখাশোনা করা একমাত্র নারীরই দায়িত্ব।		
মেয়েরা কোমল, অত ভারী কাজ করতে তারা পারে না।		
নারীদের গোঁফ দাঁড়ি হয়না।		
কিশোর বয়সে ছেলেদের স্বপ্নদোষ হয়।		

অধিবেশন ৫ সমাজে আমাদের বেড়ে উঠা ও সামাজিকীককরণ

উদ্দেশ্যঃ	সময়ঃ	উপকরনঃ	পদ্ধতিঃ
• এই অধিবেশনের পরে অংশগ্রহণকারীরা • ·শিশুকাল থেকে পরিণত বয়স পর্যন্ত নারী পুরুষের সামাজিক পার্থক্যগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন। • পারিবারিক, সামাজিক রীতি-নীতি, দৃষ্টিভঙ্গি ও আচার-আচরণ কিভাবে নারী- পুরুষের মধ্যে বৈষম্য এবং পার্থক্য তৈরি করেন তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।	৬০ মিনিট	হোয়াইট বোর্ড মার্কার	রোল প্লে সম্মিলিত আলোচনা (Plenary Discussion) প্রদর্শন মুক্তচিন্তার ঝড় (ব্রেইনস্ট্রমিং)
অধিবেশন পূর্ব প্রস্তুতি খুব ভালো করে প্রশ্নগুলো পড়ে নিতে হবে সহায়ককে যে কোনটির পর কোন প্রশ্ন আসবে।			

সহায়ক বলবেন, ‘ছোটবেলা থেকে আমরা সবাই বেড়ে উঠেছি। কিন্তু এই বেড়ে উঠার প্রক্রিয়াটা সবার জন্য এক না। বিশেষত সমাজে আমরা একজন মেয়েশিশুকে এবং একজন ছেলেশিশুকে কিন্তু এক রকমভাবে বড় করিনা। নারী এবং পুরুষকে যে আমরা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বড় করি, এতে তাদের জীবনে কি ফলাফল বয়ে আনে তা নিয়ে কিন্তু আমরা গভীরভাবে ভাবিনা। আজ আমরা দেখব আমরা নারী এবং পুরুষকে কিভাবে বড় করি এবং এর ফলে তাদের জীবনে কি কি ফলাফল ঘটে’।

সহায়ক অংশগ্রহণকারী থেকে দুজনকে স্বেচ্ছায় সামনে আসতে বলবেন (কেউ না আসলে নিজে থেকেই দুইজন উদ্যমী অংশগ্রহণকারী কে ডেকে নিবেন)। প্রশিক্ষণ কক্ষে অংশগ্রহণকারীদের সামনে রেখে একটি মাঝামাঝি স্থানে ডান প্রান্তে একজনকে এবং বাম প্রান্তে একজনকে দাঁড় করাবেন। এবার অংশগ্রহণকারীদেরকে বলবেন, ‘এখানে আমরা দুজন আমাদের বন্ধুদের দাঁড় করিয়েছি। ডান পাশে যিনি দাঁড়িয়েছেন তাকে আমরা ধরে নিবো একজন সদ্য জন্ম নেওয়া ছেলেশিশু এবং বাম পাশে যিনি দাঁড়িয়েছেন তাকে আমরা ধরে নিবো একজন সদ্য জন্ম নেওয়া মেয়েশিশু। আপনাদেরকে আমি একজন ছেলেশিশু এবং একজন মেয়েশিশুর প্রতি পরিবার এবং সমাজ কি কি আচরণ করে সেই বিষয়ে কয়েকটি প্রশ্ন করব। সেই বিষয়ে আপনারা নিজেরাই উত্তর দিবেন। উত্তরগুলো ছেলেশিশু কিংবা মেয়েশিশুর জন্য ইতিবাচক বা ভালো হলে সে এগিয়ে যাবে, নেতিবাচক কিংবা খারাপ কিছু হলে সে পিছিয়ে যাবে’।

১ম প্রশ্ন

সহায়ক বলবেন, কোন একটি পরিবারে নবজাতক ছেলে শিশু জন্মালো এবং আরেকটি পরিবারে একটি মেয়ে শিশু জন্মালো। নবজাতক ছেলে শিশু যে রোল প্লে করছে তার কাছে সহায়ক যাবেন এবং প্রশ্ন করবেন, যে পরিবারে ছেলে শিশু জন্মালো সেখানে পরিবারের সদস্যদের, আত্মীয়দের এবং পাড়া-প্রতিবেশীদের আচরণ কেমন হবে?

সম্ভাব্য উত্তর আসবে, ছেলে হলে পরিবারের সদস্যরা খুশি হয়, জোরে আযান দেয়, মিষ্টি বিতরণ করে, মায়ের মর্যাদাও বাড়ে।

এরপর নবজাতক মেয়ে শিশু যে রোল প্লে করছে তার কাছে সহায়ক যাবেন এবং প্রশ্ন করবেন, যে পরিবারে মেয়ে শিশু জন্মালো সেখানে পরিবারের সদস্যদের, আত্মীয়দের এবং পাড়া-প্রতিবেশীদের আচরণ কেমন হবে?

সম্ভাব্য উত্তর আসবে, মেয়ে হলেও পরিবারের সদস্যরা খুশি হয় তবে ছেলের চাইতে কম, আবার একাধিক কন্যা যদি আগে জন্ম দেয় তবে খুশি নাও হতে পারে সেক্ষেত্রে মন খারাপ হয়, আস্তে আযান দেয়, গরীব পরিবারের চিন্তা বাড়ে, মায়ের সেরকম মর্যাদা বাড়ে না বরং অনেক সময় কটু কথা শুনে।

উত্তরগুলো নিয়ে সহায়ক বলবেন, তাহলে আপনারাই বললেন মেয়েশিশু জন্মালে পরিবার খুশি হতেও পারে কিংবা নাও হতে পারে। কিন্তু ছেলে শিশু জন্মালে পরিবার খুশি হবেই। এই যে একজন শিশু জন্মানোর সাথে সাথে পরিবার, আত্মীয় স্বজন, পাড়া প্রতিবেশিদের এই আচরণটা কার জন্য বেশি ভালো? ছেলেশিশুর জন্য না মেয়েশিশুর জন্য? কে আগাবে বলে আপনি মনে করেন?

২য় প্রশ্ন

সহায়ক বলবেন, এরপর শিশু দুইটি বড় হতে থাকবে। তাদের দেখতে খেলনা সামগ্রী নিয়ে আত্মীয়রা বাসায় আসবে। পরিবারের সদস্যরা কিংবা আত্মীয়রা ছেলে শিশুর জন্য কি ধরণের খেলনা কিনে দিবে?

সম্ভাব্য উত্তর হবে, ফুটবল, ব্যাটবল, গাড়ি, বন্দুক ইত্যাদি।

সহায়ক এরপর প্রশ্ন করবেন, পরিবারের সদস্যরা কিংবা আত্মীয়রা মেয়ে শিশুর জন্য কি ধরণের খেলনা কিনে দিবে?

সম্ভাব্য উত্তর আসবে, পুতুল, হাড়ি পাতিল, রান্নার জিনিসপত্র ইত্যাদি।

সহায়ক এই পর্যায়ে নিচের প্রশ্নগুলি করবেনঃ

১। আমরা কি শিশুদের পছন্দের খেলনা কিনে দেই অর্থাৎ শিশুরা কি একদম প্রথমে পছন্দ করে তাদের খেলনা কি হবে? নাকি আমরাই ঠিক করে দেই ছেলে শিশুর জন্য কি খেলনা হবে এবং মেয়ে শিশুর জন্য কি খেলনা হবে?

২। এই যে ব্যাটবল, ফুটবল, পুতুল, হাড়ি পাতিল এর মধ্যে কোন খেলাগুলো বাইরে খেলতে হয়? কোনগুলো ঘরে খেলতে হয়? কোন খেলনাগুলো খেললে শরীর মজবুত হয় এবং শারীরিকভাবে শক্তিশালী হওয়া যায়?

৩। তাহলে আমরা যে বলি ছেলেরা মেয়েদের চাইতে শারীরিকভাবে বেশি শক্তিশালী হয়, সেইটি কি ঠিক? নাকি আমরা এসব খেলনা দিয়ে ছেলেদেরকে বেশি শক্তিশালী করে তুলে এবং মেয়েদের শরীরকে কম মজবুত করে তুলি?

৪। ব্যাটবল, ফুটবল এসব যখন ছেলেরা দলগত ভাবে খেলে, তখন তারা একে অপরের সাথে আনন্দ করে, প্রতিযোগিতা করে জিতে বা হারে। তাহলে ছোটবেলা থেকে এভাবে দলগত ভাবে প্রতিযোগিতা করে জেতার আনন্দ কারা শিখতে পাচ্ছে? মেয়েরা না ছেলেরা?

প্রশ্নগুলোর উত্তর পাওয়া শেষে সহায়ক বলবে, ছোটবেলায় এভাবে বেড়ে উঠার ফলে ভবিষ্যৎ জীবনে প্রতিযোগিতায় কিংবা খেলাধুলায় আসলে কে এগিয়ে যাবে? ছেলে শিশুটি না মেয়ে শিশুটি?

৩য় প্রশ্ন

সহায়ক এরপর বলবেন, মেয়েশিশু এবং ছেলেশিশুটি এরপর ধীরে ধীরে কৈশোর জীবনে প্রবেশ করবে। তারা সকলেই লেখাপড়া এবং পড়াশুনার পাশাপাশি পারিবারিক কিছু দায়িত্ব পালন করবে। মা বাবাকে বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা করবে। এক্ষেত্রে কিশোর ছেলেটি পরিবারে কি কি কাজে সহায়তা করবে?

সম্ভাব্য উত্তর আসবে, 'কিশোর ছেলেটি বাবাকে বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা করবে। মূলত বাইরের কাজগুলোতে সে সহযোগিতা করবে। কিছু কেনার জন্য তাকে বাইরে পাঠানো হবে, অথবা মালামাল বহনের কাজে তাকে লাগানো হবে ইত্যাদি।

এরপর সহায়ক জিজ্ঞেস করবেন, আর কিশোরী মেয়েটি পরিবারে কি কাজে সহায়তা করবে?

সম্ভাব্য উত্তর আসবে, 'মেয়েটি মা কে ঘর গুছানোর কাজে, রান্নার কাজে সহযোগিতা করবে। পরিবারের ছোট কিংবা বৃদ্ধ সদস্যদের দেখাশুনার কাজ করবে।

উত্তরগুলো পাওয়া হলে সহায়ক নিচের প্রশ্নগুলো করবেনঃ

- আচ্ছা আমরা দেখছি মেয়েরা ঘরের এবং ছেলেরা বাইরের দায়িত্বগুলো পালন করে পরিবারকে সহযোগিতা করছে। এই দায়িত্ব যে আমরা ভাগ করে দিচ্ছি, আমরা কি তাদের মতামত নিয়ে এই কাজগুলো ভাগ করে দেই? এমন তো হতে পারে ছেলেটি ঘরের কাজ করতে বেশি পছন্দ করে কিংবা মেয়েটি বাইরের কাজগুলো করতে বেশি পছন্দ করে? আমরা কি তাদের মতামত আদৌ নেই এক্ষেত্রে?
- এখানে বাইরের কাজে কে পারদর্শী হয়ে উঠছে এবং ঘরের কাজে কে পারদর্শি হয়ে উঠছে?
- আমরা যে বলি, ছেলেরা ঘরের কাজ একদম পারে না। তার কারণ আসলে কি আমরা তাদেরকে ছোটবেলা থেকে শেখায় না? আমরা যদি একটি ছেলেশিশুকে ছোটবেলা থেকে ঘরের কাজ, রান্নার কাজ শেখাতাম তবে কি তারাও ঘরের কাজে পারদর্শী হয়ে উঠত?
- অনেক সময় অনেক মেয়েরা বাইরের কাজ করতে ভয় পায়, অনেক মানুষের সাথে কথা বলতে আত্মবিশ্বাস পায় না। এর কারণ কি ছোটবেলায় আমরা তাকে কেবল ঘরের ভিতর আবদ্ধ রাখি? যদি বাইরের কাজেও তাদেরকে সমানভাবে পারদর্শী করতাম তাহলে তারা কি বাইরের দুনিয়ায় ভীতু এবং আত্মবিশ্বাসহীন হতো?

সহায়ক এরপর বলবেন, 'এবার আপনারাই বলুন ভবিষ্যত জীবনে বাইরে এবং ঘরের কাজে সমাভাবে পারদর্শী হবার জন্য কে বেশি এগিয়ে গেলো । মেয়েশিশুটি না ছেলেশিশুটি?'

৪র্থ প্রশ্ন

সহায়ক বলবেন, এরপর ছেলে মেয়ে বড় হতে থাকে। পরিবার তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে বিভিন্ন দুশ্চিন্তা করতে থাকে। এবং নানারকম বিধি নিষেধ তাদের উপর চাপাতে থাকে। একজন মেয়ে শিশুর নিয়ে পরিবারের মূল চিন্তা কি থাকে? এবং সেই মেয়েশিশুর উপর বাবা-মা কি ধরণের বিধি নিষেধ দেন?

সম্ভাব্য উত্তর আসবে, মেয়েদের নিয়ে পরিবারের একমাত্র চিন্তা থাকে তার ভালো হওয়া। এজন্য তাকে নম্র, ভদ্র, দেখতে ভালো হওয়ার কথা বাবা মা রা বলেন। ঘরের কাজে মন দিতে বলেন যাতে সে ভবিষ্যতে ভালো বউ হয়ে উঠতে পারে।

সহায়ক বলবেন, একজন ছেলে শিশুর নিয়ে পরিবারের মূল চিন্তা কি থাকে? এবং সেই ছেলেশিশুর উপর বাবা-মা কি ধরণের বিধি নিষেধ দেন?

সম্ভাব্য উত্তর, ছেলেদেরকে ভালো করে লেখাপরা এবং কাজকর্ম শিখতে বলা হয়। যাতে সে ভবিষ্যতে নিজের পায়ে দাঁড়ায় এবং পরিবারের আর্থিক দায়িত্ব নিতে পারে।

সহায়ক এরপর নিচের প্রশ্নগুলি করবে,

- ছেলেরা লেখাপড়া করে অথবা কাজ শেখে যাতে সে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, পরিবার পরিচালনা করতে পারে,মেয়ে ঘরের কাজ শেখে যাতে সে ভবিষ্যতে সংসার সামলে রাখতে পারে। তাহলে বলুন তো, পরিবারের ভরণপোষণের জন্য কার উপর নির্ভর করতে হয়? কে স্বাধীনভাবে পরিবারের সিদ্ধান্ত নিতে শিখে?
- আমরা পরিবারের আর্থিক দায়িত্ব নেওয়ার জন্য ছেলেটিকে গড়ে তুলছি। কিন্তু মেয়েটিকে গড়ে তুলছি না। কোন কারণে যদি পরিবারের আর্থিক দায়িত্ব ছেলেটি না নেয় তবে কি হতে পারে?
- আমরা ভাবছি বিয়ের পর মেয়েরা স্বামীর সংসারে যাবে। তার ভরণপোষণ স্বামীটি বহন করবে। যদি এমন কোন পরিস্থিতি হয় স্বামী আর ভরণপোষণ বহন করলো না বা করার ক্ষমতা রাখলো না, তখন মেয়েটির কি হবে? তাহলে আপনারাই বলুন, বিয়ে করা, বাচ্চা জন্ম দেওয়া বা ঘর সামলানো কি একটা মেয়ের জীবনের একমাত্র লক্ষ হওয়া উচিত?
- ছেলেদের মতো মেয়েদেরও একই কাজ এবং দায়িত্ব দিলে তারাও কি পারবে ছেলেদের ওপরে নির্ভরশীল না হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে এবং স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে?
- সহায়ক প্রশ্নগুলো আলোচনা করার পরে বলবে, ‘এবার আপনারা বলুন ভবিষ্যৎ জীবনে কে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে এগিয়ে যাবে এবং যেকোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করবে। ছেলেটি না মেয়েটি?”

৫ম প্রশ্ন

সহায়ক বলবেন, যৌবনে ছেলে মেয়েরা বিয়ে করে, নতুন পরিবার গঠন করে। অনেকে ভালোবাসার সম্পর্কে জড়িয়ে বিয়ে করে। আমরা এবার একটু ভেবে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর বের করিঃ

বিয়ে বা সম্পর্কের ক্ষেত্রে মতামত দেওয়া, সিদ্ধান্ত দেওয়া, পছন্দ করার ক্ষেত্রে নারীর কেমন ভুমিকা থাকে এবং পুরুষের কেমন ভুমিকা থাকে?

বিয়ের পর কখন বাচ্চা নেওয়া হবে, কয়টি বাচ্চা নেওয়া হবে, বাচ্চা না নেওয়ার জন্য পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে কিনা এইসব ক্ষেত্রে নারীর মতামতের ভুমিকা কতটুকু থাকে? এবং পুরুষের মতামতের ভুমিকা কতটুকু থাকে?

অনেকসময় নারীরা যদি শরীরের সমস্যার কারণে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি (পিল, ইনজেকশন) না নিতে পারে, তখন কি তার স্বামী খুব সহজেই পুরুষের পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি (কনডম) নেয়? নাকি নেয় না? কিংবা নারী যদি অন্য কোন দীর্ঘমেয়াদি পদ্ধতি (কাঠি, কপাটি) নিতে চায় সেইটি কি নিজের ইচ্ছায় নিতে পারে, নাকি পুরুষের মতামত তাকে নিতে হয়?

তাহলে পরিবার গঠনে কে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে? কাকে অন্যের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর থাকতে হয়?

পরিবারে বড় বড় সিদ্ধান্ত যেমনঃ সন্তানের বিয়ে, জমি বা বাড়ি কেনা, কোন বড় অংকের টাকা ঋণ করা এসব সাধারণত কার সিদ্ধান্তে হয়?

সহায়ক এরপর বলবে, ‘বিয়ের শুরু থেকে পরিবার তৈরি, পরিবার চালানো প্রতিটা ক্ষেত্রেই আমরা দেখছি সাধারণত পুরুষ প্রধান প্রধান সিদ্ধান্তগুলো দেয়, এবং নারী সেই সিদ্ধান্ত মেনে নেয়। পুরুষ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী এবং নারী সিদ্ধান্ত পালনকারী হয়। পরিবারে নারীর চাইতে পুরুষের পছন্দের গুরুত্ব বেশি দেওয়া হয়। পরিবারের কর্তা বা মালিক হয় পুরুষ। নারী গৃহিণীর ভুমিকায় থাকে, মালিক হতে পারে না। হয়ত নারীটি পরিবারটি নিজ হাতে চালায়, এমনকি অর্থের যোগান দিলেও তিনি কর্তা বা মালিক হতে পারে না, তার পছন্দের গুরুত্ব কমই থাকে। তাহলে এবার আপনারাই বলুন বিয়ে এবং পরিবার গঠনে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে কে এগিয়ে যাচ্ছে? আর কে পিছিয়ে যাচ্ছে? পুরুষ না নারীটি?’

৬ষ্ঠ প্রশ্ন

সহায়ক বলবেন, এবার আমরা শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। যৌবনকাল শেষ করে একসময় সবাই বৃদ্ধ বয়সে যায়। আমাদের সেই নবজাতক ছেলে শিশুটি এবং নবজাতক মেয়ে শিশুটি এখন বৃদ্ধ বয়সে এসেছে। কিন্তু বয়স্ক পুরুষ এবং বয়স্ক নারীর অবস্থান কি সমাজে একই হয়? চলুন আমরা খুঁজে বের করি?

-বয়স হয়ে গেলেও কি পরিবারের নারীর যত্ন ও সম্মান তুলনামূলক কম থাকে নাকি পুরুষের সমানই থাকে?

-একজন বয়স্ক পুরুষ এর প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাবার, বিশ্রাম এবং নিয়মিত চিকিৎসা নিয়ে আমরা যতটা ভাবি, একজন বয়স নারীর ক্ষেত্রে কি আমরা তা ভাবি?

-বয়স হয়ে গেলেও কি নারীর ঘরের কাজ করতে হয় না?

-বয়স হলেও কি নারীর উপর নির্যাতন বন্ধ হয়ে যায়?

সহায়ক উত্তরগুলো পাওয়ার পর বলবেন, 'আমরা দেখতে পাচ্ছি বয়স্ক অবস্থাতেও পরিবারে সম্মান ও যত্ন নারীরা তুলনামূলকভাবে পুরুষের চাইতে কম পেয়ে থাকে। পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা যতটা বয়স্ক পুরুষের প্রয়োজনীয় খাবার বিশ্রাম চিকিৎসা নিয়ে ভাবে, বয়স্ক নারীর ব্যাপারে সেইটি ভাবে না। অনেকেই মনে করেন, মায়েদের অত ডাক্তার দেখানোর প্রয়োজন নেই। তাহলে বৃদ্ধ বয়সে পরিবারে যদি আমরা নারী এবং পুরুষের অবস্থান দেখি, তবে কে এগিয়ে যাবে এবং কে পিছিয়ে যাবে?

এই পর্যায়ে সহায়ক বলবেন, নারী পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা, সুযোগ-সুবিধা, তাদের প্রতি সমাজ এবং পরিবারের আচরণের উপর ভিত্তি করে তাদের এগিয়ে যাওয়া এবং পিছিয়ে যাওয়া নিয়ে একটি অনুশীলন শেষ করলাম। এবার আপনারা দেখুন, নারী এবং পুরুষের অবস্থান।

দেখা যাবে, পুরুষ একটু হলেও এগিয়ে থাকবে এবং নারী পিছিয়ে থাকবে।

তখন সহায়ক বলবেন, 'আমরা দেখলাম সমাজে আমাদের এই বেড়ে উঠা প্রক্রিয়ার মধ্যেই ছেলেশিশু এগিয়ে থাকে এবং মেয়েশিশু পিছিয়ে থাকে'।

এই নিয়ে অংশগ্রহণকারীরা কোনো বিশ্লেষণ করতে চাইলে সহায়ক তাকে বলার সুযোগ দিবেন। মাঝখানে অবস্থানরত নবজাতক মেয়েশিশু এবং ছেলেশিশুর চরিত্রে যারা এতক্ষণ রোল প্লে করছিলেন তাদের অনুভূতি সম্পর্কে জানতে চাইবেন সহায়ক। তারা তাদের জীবনের অভিজ্ঞতার কথা বলতে পারেন।

সবশেষে সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের কাছে জানতে চাবেন, 'আমরা এই অনুশীলনে যা দেখলাম বাস্তবে কি তাই ঘটে?'

সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের মতামত শুনে এবং দাঁড়িয়ে থাকা অংশগ্রহণকারী দুইজনকে বসতে বলে, হাততালির মাধ্যমে অধিবেশন শেষ করবেন।

অধিবেশন ৬ কে ক্ষমতাবান?

উদ্দেশ্যঃ	সময়ঃ	উপকরনঃ	পদ্ধতিঃ
• এই অধিবেশনের পরে অংশগ্রহণকারীরা জানবেন • ক্ষমতা কি? ক্ষমতা কিভাবে তৈরি হয়? • নারী পুরুষের মধ্যে আসলে কে ক্ষমতাবান? • বিদ্যমান ক্ষমতার ধারণা কি সঠিক? কিভাবে একজন ব্যক্তির ক্ষমতায়ন হতে পারে।	৪৫ মিনিট	পোস্টার মার্কার	দলীয় অনুশীলন

সহায়ক অংশগ্রহণকারীকে বলবেন, ‘ক্ষমতা কথাটি কি আমরা শুনেছি? আমরা আমাদের জীবনে কখনো ক্ষমতাবান এবং কখনো ক্ষমতাহীন অনুভব করে থাকি। ক্ষমতা কখনো ভালো হয় কখনো খারাপ হয়। কখন ভালো হয়? ধরেন আমি বললাম আমার এই কাজটি করার ক্ষমতা আছ। যেমনঃ আমি খুব সুন্দর কবিতা লিখতে পারি এইটা আমার একটি ক্ষমতা। এইটি ভালো ক্ষমতা। আবার ক্ষমতার খারাপ দিক কোনটা, যেমনঃ অমুক ক্ষমতা খাটিয়ে অমুকের জায়গা দখল করল। এইটাও ক্ষমতা। কিন্তু এইটা খারাপ ক্ষমতা। তার মানে ক্ষমতা আমাদের সবার মধ্যেই আছে। কিন্তু ক্ষমতাকে আমরা কি কাজে লাগাচ্ছি সেইটা হচ্ছে মূল বিষয়। অনেক সময় বলা হয়ে থাকে পুরুষের নারীর চাইতে বেশি ক্ষমতা আছে বা পুরুষ নারীর চাইতে বেশি ক্ষমতাবান। এইটা কেন বলা হয় মনে করেন?’

সম্ভাব্য উত্তর ‘পুরুষ বেশি কাজ করতে পারে, পুরুষ নির্যাতন করে নারীর উপর, পুরুষ আয় করতে পারে, পুরুষের টাকা থাকে, পুরুষ বেশি জ্ঞান রাখে ইত্যাদি’।

তখন সহায়ক বলবেন, নারীরাও সংসারের কাজ বেশি করে, আবার নারীরা যদি অর্থ আয় করে তারাও পুরুষের চাইতে বেশি অর্থ আয়ও করতে পারে, নারীরও জ্ঞান বেশি থাকে। তবুও কেন সমাজে পুরুষ বেশি ক্ষমতাবান এইটা বলা হয়’। সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে এই বিষয়ে মতামত নিবেন।

এবার সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের চারটি দলে ভাগ করবেন। তাদেরকে একটি করে পোস্টার এবং সাইনপেন দিবেন। দুইটি দলকে বলবেন, ‘আপনারা পোস্টারের মাঝ বরাবর একটি লাইন টানুন। এবার আপনাদের দলের মধ্যে আলোচনা করুন এবং খুঁজে বের করুন আপনারা কখন আপনাদের পরিবারের ভেতর নিজেকে ক্ষমতাবান মনে করেন আর কখন নিজেকে ক্ষমতাহীন মনে করেন। পোস্টারের মাঝ দাগের একপাশে নিজেকে ক্ষমতাবান মনে করার তালিকা করুন আরেকপাশে নিজেকে ক্ষমতাহীন মনে করার তালিকা করুন। যেমন হতে পারেঃ পরিবারে যখন আপনার সিদ্ধান্তকে সম্মান দেয় তখন আপনি নিজেকে ক্ষমতাবান মনে করেন, যখন কেউ আপনার সিদ্ধান্ত শুনে না তখন আপনি নিজেকে ক্ষমতাহীন মনে করেন। এভাবে তালিকাটি প্রস্তুত করুন।

বাকি দুইটি দলকে সহায়ক বলবেন, ‘ আপনারা দলের মধ্যে আলোচনা করে খুঁজে বের করুন কখন আপনারা সমাজের ভেতর নিজেকে ক্ষমতাবান আর ক্ষমতাহীন মনে করেন। এবং একই ভাবে পোস্টারের দুই পাশে তালিকা তৈরি করুন। যেমনঃ সমাজে সবাই যখন আপনার সাথে সব সমস্যা শেয়ার করে তখন আপনার নিজেকে ক্ষমতাবান মনে হয়, যখন আপনাকে এড়িয়ে যয় তখন ক্ষমতাহীন মনে হয়’।

যদি অংশগ্রহণকারীর মধ্যে নারী পুরুষ মিশ্রণ থাকে। তখন পুরুষদের দুইটি দল এবং নারীদের দুইটি দল প্রস্তুত করতে হবে। একটি নারী এবং একটি পুরুষ এর দলকে ‘পরিবারের ভেতর ক্ষমতাবান এবং ক্ষমতাহীন’ এর তালিকা প্রস্তুত করতে বলা হবে । এবং আরেকটি পুরুষ এবং নারী দলকে ‘সমাজের ভেতর ক্ষমতাবান এবং ক্ষমতাহীন’ এর তালিকা প্রস্তুত করতে বলা হবে।

দলীয় অনুশীলন শেষে প্রত্যেক দল তাদের ক্ষমতাবান এবং ক্ষমতাহীন এর তালিকা উপস্থাপন করবে। উপস্থাপন শেষে সহায়ক বলবেন, ‘আমরা কিন্তু আসলে সবাই ক্ষমতাবান। তাই না? এবং আমরা দেখছি আমাদের এই ক্ষমতা আসে সম্পত্তি, সম্মান, অর্থ, শিক্ষা, ভালোবাসা, জ্ঞান প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে। যখন এগুলোর ঘাটতি থাকে তখনই আমাদের নিজেদেরকে ক্ষমতাহীন মনে হয়। মূলত চারটি ভাবে ক্ষমতা তৈরি হয়। কারো বস্তুগত সম্পত্তি থাকলে, কারো আর্থিক সম্পত্তি থাকলে, কারো শিক্ষা থাকলে। আরেকটি ক্ষমতা তৈরি হয় সামষ্টিক ভাবে। কোন একটা জায়গায় অন্যায় হচ্ছে, সবাই মিলে সেখানে গিয়ে প্রতিবাদ করে অন্যায় থামিয়ে দিতে পারলেন। এই যে অনেকজনের মিলিত ক্ষমতা এইটাও কিন্তু অনেককে ক্ষমতাবান করে তুলে। যেমন এরকম অনেকেই আছেন না ? যারা মানুষের জন্য কাজ করে। তারা কোন একটি কাজে ডাকলে ১০-১২ জন মানুষ সাড়া দিয়ে চলে আসে। এমনও হতে পারে তার সম্পত্তি নেই, অর্থ নেই, শিক্ষা নেই, কিন্তু তার এই সামষ্টিক ক্ষমতা আছে সবাইকে একত্র করার’।

সহায়ক বলবেন, ‘আমরা আমাদের নিজেদের ভেতরের ক্ষমতাগুলোকে ইতিবাচক কাজে লাগাবো। তবেই কিন্তু আমরা ক্ষমতাবান হতে পারব। কেউ যদি ক্ষমতাকে খারাপভাবে কাজে লাগায়,তবে কিন্তু সে ক্ষমতাবান হয় না। তখন সে কাউকে দমিয়ে রাখতে চায়, অসম্মান করতে চায়, অত্যাচার করতে চায়, নির্যাতন করতে চায়, এবং এই আচরণগুলো তাকে নির্যাতক বানায়। একটু খেয়াল করলে আমরা দেখতে পাই, আমাদের সমাজে পুরুষদের ছোটবেলা থেকে শেখানো হয় যে সে তার ক্ষমতা আছে এবং নারীর উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে। আসলে এই বলে কিন্তু তাকে ক্ষমতাবান বানানো হয় না। বরং তাকে নির্যাতক বানানো হয়। একজন ব্যক্তি মূলত ক্ষমতাবান হয় তখনই, যখন সে তার নিজের ক্ষমতাকে ভালো কাজে লাগায়, ভালো কাজ করার ক্ষমতা সে অর্জন করে’।

এই অধিবেশনসহ ১ম দিনের অধিবেশন নিয়ে অংশগ্রহণকারীদের কোন প্রশ্ন আছে কিনা সহায়ক জানতে চাইবেন। এরপর ১ম দিনের অধিবেশন সম্পন্ন করবেন।

২য় দিন	
অধিবেশন ১	অধিকার ও বাস্তবতা
অধিবেশন ২	আমাদের চারপাশে খুঁজে বের করা জেন্ডার বৈষম্য
অধিবেশন ৩	সমস্যা বৃক্ষ
অধিবেশন ৪	ভ্রান্ত ধারণা দুরীকরণ
অধিবেশন ৫	নিজের পক্ষে দাঁড়ানো
অধিবেশন ৬	বৈষম্য দূরীকরণের উপায় খুঁজে বের করা
অধিবেশন ৭	প্রশিক্ষণ উত্তর-মূল্যায়ন

অধিবেশন ১ অধিকার ও বাস্তবতা

উদ্দেশ্যঃ	সময়ঃ	উপকরনঃ	পদ্ধতিঃ
• এই অধিবেশনের পরে অংশগ্রহণকারীরা জানবেন • ·অধিকার কি? • ·সমাজে নারী পুরুষ যে সমানভাবে সব অধিকার পায় না এবং এর ফলে ভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যায় • অধিকার না পাওয়া থেকে কিভাবে বৈষম্য শুরু হয়?	৩০মিনিট	ভিপ কার্ড আর্ট পেপার সাইনপেন মাস্কিং টেপ	টু কর্নার দলীয়ভাবে ছক অনুশীলন মুক্তচিন্তার ঝড় (ব্রেইনস্ট্রমিং)
প্রশিক্ষণের পূর্বেঃ দুইটি ভিপ কার্ডের একটিতে ‘সম্মত’ এবং আরেকটিতে ‘অসম্মত’ লিখে প্রশিক্ষণ কক্ষের দুই কর্নারে আটকে দিতে হবে। অধিকারের ছক এক কপি প্রিন্ট করে প্রশিক্ষক নিজের কাছে রাখবেন। দুইটি আর্টপেপারে বাস্তবতার ছক তৈরি করে আলাদাভাবে রাখতে হবে। অধিকারের ছক এবং বাস্তবতার ছক অধিবেশন শেষে যুক্ত করা হলো।			

সহায়ক বলবেন, ‘গতকালের সেশনে আমরা দেখেছি যে সবার ক্ষমতা আছে। কিন্তু এইটিও দেখেছি যে সমাজে সবাই ক্ষমতাবান নয়। কেউ বেশি, কেউ কম। কেউ ক্ষমতাকে ইতিবাচক ভাবে কাজে লাগায়, কেউ নেতিবাচক ভাবে কাজে লাগায়। সমাজে সবাই কেন সমানভাবে একই রকম ক্ষমতাবান হয় না, আমাদের আজকের প্রথম অধিবেশনটি এই নিয়ে। আচ্ছা আমরা কি কখনো অধিকার কথাটি শুনেছি? অধিকার বলতে আমরা কি বুঝি?’

সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের মতামত নিবেন। এরপর সহায়ক বলবেন, ‘আমরা যখনই জন্ম নেই এই সমাজে, তখন জন্মের সাথে সাথেই আমরা কিছু অধিকার নিয়ে জন্মাই। অধিকার হচ্ছে এমন একটি জিনিস যা আমাদেরই, আমাদের পাওনা, তা কোন অবস্থাতেই কেউ আপনার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না। মানুষ সমাজে একসাথে বসবাস যখন করা শুরু করেছে, তখন থেকেই নির্ধারন করছে কিছু জিনিস আছে যা সবার দরকার এবং সবার থাকবে। এই জিনিসগুলো থেকেই অধিকার তৈরি হয়েছে। যেমন মানুষের সবচেয়ে প্রথম অধিকার হচ্ছে বেঁচে থাকার অধিকার। প্রতিটি মানুষ জন্মের সাথে সাথে এই ‘বেঁচে থাকার অধিকার’ অর্জন করে। তাকে কেউ ইচ্ছা করলেই মেরে ফেলতে পারবে না, এই অধিকার তার নিজের। এরকম খাদ্য পাবার অধিকার, শিক্ষা পাবার অধিকার, এগুলো আমাদের নিজের, সমাজ এবং অন্যান্য মানুষের কাছ থেকে এগুলো আমাদের পাওনা’।

এরপর সহায়ক সবাইকে জায়গা থেকে উঠে দাঁড়াতে বলবেন।

বলবেন, ‘আপনারা দেখেন আমাদের প্রশিক্ষণ কক্ষের দুইটি কর্নারে দুইটি লেখা আটকানো। সম্মত এবং অসম্মত। আমরা এখন টু কর্নার গেমটি খেলব। আমি কিছু অধিকারের কথা পড়ে শোনাবো আপনাদেরকে। আপনারা যদি আমার কথার সাথে সম্মত হন তবে যেই কর্নারে সম্মত লেখা সেই কর্নারে চলে যাবেন। আপনারা যদি আমার কথার সাথে অসম্মত হন বা রাজি না হন, তবে যেই কর্নারে অসম্মত লেখা সেই কর্নারে চলে যাবেন। কেউ কাউকে প্রভাবিত করবেন না। নিজের ইচ্ছায় আপনারা যেকোনো দুইটি স্থানের একটি বেছে নিতে পারেন’।

এরপর সহায়ক মানবাধিকার ছকটি থেকে এক একটি করে বিবৃতি পরে শোনাবেন (ছকটি অধিবেশনের শেষে যুক্ত করা হচ্ছে)। আর অংশগ্রহণকারীরা দুইটি কর্নার এর একটি বেছে নিবে। তবে উল্লেখ্য যে, অধিকারগুলোতে সবাই সম্মত হবে। কেউ যদি কোন অধিকারে ‘অসম্মত’ কর্নার বেছে নেন। তার কাছ থেকে কারণ জেনে নিবেন। এরপর তাকে অধিকারটি বুঝিয়ে ‘সম্মত’ কর্নারে ফিরিয়ে আনবেন।

এই অনুশীলন শেষে অংশগ্রহণকারীদেরকে বসতে বলবেন। এরপর সহায়ক বলবেন, ‘আমরা তাহলে এই সমস্ত অধিকার আসলে সব মানুষের। অর্থাৎ এই অধিকারগুলো সবার সমানভাবে পাওয়ার কথা। কিন্তু সেইটি কি বাস্তবে হয়? এইবার আমরা দলে একটি ছক পূরণ করবো। আমরা বের করব কোন অধিকারগুলো বেশি পুরুষের থাকে এবং কোন অধিকারগুলো বেশি নারীর থাকে, সেই ঘরগুলোতে আমরা টিক চিহ্ন দিব। কোন ক্ষেত্রে যদি কোন দলের মনে হয় দুইটি একই রকম থাকে তবে দুইটি ঘরেই টিক চিহ্ন দিতে হবে’।

সহায়ক ২টি আর্ট পেপার দুইটি দলে দিয়ে দিবেন। তারা নিজেরা আলোচনা করে ছক পূরণ করবেন। দুই দলের ছক পূরণ শেষ হলে সহায়ক দুইটি দলকে প্রশ্ন করবেনঃ

১। আমাদের বাস্তব সমাজে কার অধিকার বেশি? পুরুষের না নারীর?

২। অধিকার যার বেশি সে ক্ষমতাবান। অধিকার সমান হলে কে ক্ষমতাবান হতো?

৩। কিভাবে সবার অধিকার সমান করা সম্ভব?

দুইটি দল থেকে উত্তর নিয়ে সহায়ক বলবেন, ‘আমাদের সমাজে যে অধিকারগুলো সবার পাওয়ার কথা। তা কেউ বেশি পায়, কেউ কম পায়। এই কারণেই কেউ ক্ষমতাবান, কেউ ক্ষমতাহীন। আমরা দেখেছি যে অধিকার হচ্ছে আমাদের নিজের জিনিস। তাই আমরা যদি কোন অধিকার ভোগ করতে না পারি, সেইটার অর্থ হচ্ছে আমাদের সাথে অন্যায় হচ্ছে। কেউ আমার অধিকার ছিনিয়ে নিয়ে বেশি ভোগ করছে, তাই আমি আমার পাওনা অধিকার ভোগ করতে পারছি না। যখন আমার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়, তখনই কিন্তু আমার সাথে বৈষম্য করা হয়। নারী পুরুষের অধিকার যে সমান না তা কিন্তু আমরা এই ছক থেকে বের করলাম। সমান না বলেই নারী পুরুষের মধ্যে নানা প্রকারের বৈষম্য আছে। কারো প্রতি বৈষম্য করা মানে তার সাথে অন্যায় করা, তার উপর নির্যাতন করা। তাই যখন নারীর সাথে বৈষম্য করা হয়, নারীর পাওনা অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়, সেইটি কিন্ত নারীর উপর এক ধরণের নির্যাতন এবং তা ভীষণই অন্যায়। পরবর্তী অধিবেশনে আমরা দেখব আমাদের চারপাশে নারী পুরুষের মধ্যে কি কি বৈষম্য আমরা দেখতে পাই’।

মানবাধিকার ছক

১। আমাদের সকলের পরিবার এবং সমাজে যেকোনো বিষয়ে কথা বলা এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার আছে।
২। আমাদের সকলের অধিকার কাজ করে টাকা পয়সা আয় করা এবং অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়া।
৩। আমাদের প্রত্যেকেরই অধিকার আছে রাতে কিংবা দিনের বেলা, যেকোনো সময়ে নিরাপদে বাড়ির বাইরে ঘুরতে যাওয়ার।
৪। দিনে এবং রাতে প্রয়োজনীয় বিশ্রাম নেওয়ার অধিকার আমাদের প্রত্যেকেরই আছে।
৫। আমাদের প্রত্যেকেরই সুস্বাস্থ্যের অধিকার আছে, সময়মতো চিকিৎসা পাওয়ার অধিকার আছে।
৬। আমাদের সকলের অধিকার আছে সব ধরণের কাজ করার।
৭। আমাদের প্রত্যেকের অধিকার আছে কখন বিয়ে করব এবং কখন সন্তান নেবো সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার।
৮। আমাদের প্রত্যেকের অধিকার আছে কখন যৌন সম্পর্ক করব সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার, কেউ আমাদের সাথে জোর করতে পারবে না।
৯। সকলের কাছ থেকে সম্মান এবং শ্রদ্ধা পাওয়ার অধিকার আমাদের প্রত্যেকের আছে।
১০। সমাজে নির্ভয়ে, নিশ্চিন্তে এবং নিরাপদে বেঁচে থাকার অধিকার আমাদের সকলের আছে।

বাস্তবতার ছক

বাস্তবতা	কে বেশি পারে?	
অধিকার	**আপনার সমাজের পুরুষ**	**আপনার সমাজের নারী**
পরিবার ও সমাজে যেকোনো বিষয়ে কথা বলতে, মতামত দিতে এবং সিদ্ধান্ত নিতে		
আপনার চারপাশে টাকা আয় করে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে		
সব ধরণের কাজ করতে		
দিনে এবং রাতে যেকোনো সময়ে নিশ্চিন্তে বাড়ির বাইরে ঘুরতে		
কখন বিয়ে করব এবং কখন সন্তান নেবো সেই সিদ্ধান্ত নিতে		
দিনে ও রাতে প্রয়োজনীয় বিশ্রাম নিতে		
সমাজের সকলে কাকে বেশি সম্মান করে?		
নির্ভয়ে, নিশ্চিন্তে এবং নিরাপদে বেঁচে থাকতে		
কখন যৌন সম্পর্ক স্থাপন করব সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে		
প্রয়োজনীয় চিকিৎসা নিতে		

অধিবেশন ২ আমাদের চারপাশে খুঁজে বের করা নারী পুরুষের বৈষম্য

উদ্দেশ্যঃ	সময়ঃ	উপকরনঃ	পদ্ধতিঃ
• এই অধিবেশনের পরে অংশগ্রহণকারীরা নিজেরাই খুঁজে বের করবেন • পরিবার, সমাজ, শিক্ষাক্ষেত্রে এবং কর্মক্ষেত্রে কি কি নারী পুরুষের জেন্ডার বৈষম্য দেখা যায়।	৩০মিনিট	পোস্টার সাইনপেন মাস্কিং টেপ	দলীয় কাজ
প্রশিক্ষণের পুর্বেঃ চারটি কাগজের টুকরা তৈরি করে রাখতে হবে এবং কাগজের টুকরা প্রত্যেকটিতে নিম্নোক্ত একটি করে প্রশ্ন থাকতে হবেঃ ১। পরিবারের মধ্যে আপনি নারী পুরুষের কি কি বৈষম্য দেখতে পান? ২। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে আপনি নারী পুরুষের কি কি বৈষম্য দেখতে পান? ৩। যেকোনো আয়মূলক কাজ করে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার ক্ষেত্রে আপনি নারী পুরুষের কি কি বৈষম্য দেখতে পান? ৪। আপনাদের চারপাশে সমাজে নারী পুরুষের কি কি বৈষম্য আপনারা দেখতে পান?			

সহায়ক বলবেন, ‘আমরা এতক্ষণ আলাপ করলাম, সমাজে সব অধিকার নারী পুরষ সমান ভাবে পান না। তাই সমাজে নারী পুরুষের বৈষম্য থাকে। আমরা এখন নিজেরা আমাদের চারপাশে কি কি নারী পুরষের বৈষম্য দেখি তার একটি তালিকা তৈরি করবো। আমরা চারটি দলে ভাগ হয়ে এই বৈষম্যগুলোর তালিকা তৈরি করবো’।

দলীয় অনুশীলনের নিয়ম

অংশগ্রহণকারীদেরকে চারটি দলে ভাগ করুন। প্রতিটি দলকে পূর্বে প্রস্তুতকৃত ভাঁজ করা কাগজের টুকরা থেকে একটি কাগজের টুকরা বেছে নিতে বলুন। এবং পোস্টারে সেই কাগজের টুকরাতে থাকা প্রশ্ন অনুযায়ী নারী পুরুষের বৈষম্যের তালিকা করতে বলুন প্রতিটা দল তালিকা প্রস্তত শেষে উপস্থাপন করবে এবং প্রশিক্ষণ কক্ষের বিভিন্ন জায়গায় তালিকাটি মাস্কিং টেপ দিয়ে সংযুক্ত করে দিবে।

অধিবেশন ৩ সমস্যা বৃক্ষ

উদ্দেশ্যঃ	সময়ঃ	উপকরনঃ	পদ্ধতিঃ
• এই অধিবেশনের পরে অংশগ্রহণকারীরা নিজেরাই খুঁজে বের করবেন • ·নারী পুরুষের বৈষম্যের পেছনে কি কি কারণ লুকিয়ে আছে • এই বৈষম্যের ফলাফল কি দাঁড়ায়।	৩০মিনিট	পোস্টার সাইনপেন মাস্কিং টেপ	দলীয় কাজ
সহায়ক পূর্বের অধিবেশনের চারটি দলকে আবার একত্রিত হতে বলবে। দলগুলোকে বিষয় ভিত্তিক ভাবে পুনঃপ্রতিস্থাপন (reshuffle) করবে।			

১। যে দলটি পরিবারে নারী বৈষম্যের তালিকা তৈরি করেছিল, তাদেরকে শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্যের তালিকার পোস্টারের সামনে যেতে বলা হবে।
২। যে দলটি শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্যের তালিকা তৈরি করেছিল, তাদেরকে কর্মক্ষেত্রের বৈষম্যের তালিকার পোস্টারের সামনে যেতে বলা হবে।
৩। যে দলটি কর্মক্ষেত্রে বৈষম্যের তালিকা তৈরি করেছিল, তারা সমাজে নারী পুরুষের বৈষম্যের তালিকার পোস্টারের সামনে যেতে বলা হবে।
৪। যে দলটি সমাজে নারী পুরুষের বৈষম্যের তালিকা তৈরি করেছিল, তাদেরকে পরিবারে বৈষম্যের তালিকার পোস্টারের সামনে যেতে বলা হবে।

সহায়ক প্রতিটি দলকে যে পোস্টার বন্টন করা হয়েছে সেখানে উল্লেখিত তালিকাগুলোকে খুব ভালোভাবে পড়তে বলবে। প্রতিটি দলকে তাদেরকে পড়তে দেওয়া বৈষম্যের তালিকা থেকে একটি বৈষম্য বাছাই করতে বলবেন। বাছাইয়ের শেষে সবাইকে নিজ আসনে ফিরে আসতে বলবেন।
এরপর সহায়ক বলবেন, ‘এখন আমরা আমাদের বাছাইকৃত একটি বৈষম্য দিয়ে একটি সমস্যা বৃক্ষ তৈরি করব’।
সহায়ক বোর্ডে নিম্নোক্ত গাছটি আঁকবে। আঁকা ছবিটি বর্ণনা করে বলবে, ‘এইটি একটি গাছ বা বৃক্ষ। এই গাছটিকে আমরা সমস্যা বৃক্ষ বানাবো। আপনাদের বাছাই করা বৈষম্যকে আমরা সমাজের একটি সমস্যা হিসেবে ধরি।

এই সমস্যার অবশ্যই কিছু কারণ রয়েছে। কি কি কারণে এই সমস্যাটি বেড়ে উঠছে তা আমরা বের করব। শেকড় থেকে যেভাবে সমস্যা তৈরি হয়, সেভাবে আমাদের ওই খুঁজে বের করা কারণ থেকেই বৈষম্যটি তৈরি হচ্ছে। তাই গাছের শেকড়ে আমরা আমাদের বৈষম্য এর পেছনে কারণগুলো বের করে লিখব। এরপর আমরা এই বৈষম্যে আমাদের ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন , সামাজিক জীবনে কি কি ফলাফল বয়ে আনে তা আমরা গাছের ফলের স্থানে লিখব। এভাবে প্রতিটি দল একটি বৈষম্যের জন্য একটি করে সমস্যা বৃক্ষ তৈরি করবো’।

অধিবেশন ৪ ভ্রান্ত ধারণা দুরীকরণ

উদ্দেশ্যঃ	সময়ঃ	উপকরনঃ	পদ্ধতিঃ
• এই অধিবেশনের পরে অংশগ্রহণকারীরা • সমাজে প্রচলিত নারী পুরুষ নিয়ে বিভিন্ন ভ্রান্ত ধারণা দুরণীকরন হবে।	৪৫ মিনিট	মাস্কিং টেপ বিবৃতি	ক্রস দি লাইন মুক্তঝড় (ব্রেইনস্ট্রমিং)
প্রশিক্ষণ পূর্বপ্রস্তুতিঃ ক্রস দি লাইন খেলার পূর্বে বিবৃতিগুলো আগেই প্রিন্ট করে রাখতে হবে।			

সহায়ক বলবেন, ‘নারীর প্রতি সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন ধারণা আছে যা নারীর প্রতি বৈষম্যকে স্বাভাবিক করে তোলে। এই ধারণাগুলো নিজে যেমন নারীর প্রতি বৈষম্য সৃষ্টি করে, তেমনি নারী যদি তার বৈষম্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চায় তখন এই ধারণাগুলো দিয়ে তাকে আটকানো হয়। এরকম বেশ কিছু ধারণা আজ আমরা দেখব। এগুলো সঠিক না ভুল তা আপনারাই যাচাই বাছাই করবেন’।

ক্রস দি লাইন খেলার জন্য সহায়ক প্রশিক্ষণ কক্ষের মাঝখানে মাস্কিং টেপ দিয়ে একটি লম্বা দাগ টানবে। এরপর দাগের একপাশে সব অংশগ্রহণকারীদের সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াতে বলবেন। এরপর ক্রস দি লাইনের নিয়ম বর্ণনা করবেন এবং সমাজের প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণাগুলোকে ভাঙ্গার জন্য ক্রস দি লাইন খেলবেন।

খেলা শেষে সহায়ক বলবেন, ‘এরকম অসংখ্য ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে আমরা বাস করি। আমরা নিজেরাই এই ভ্রান্ত ধারণাগুলো বলি। এগুলো আসলে হুট করে আমরা শিখিনি। দীর্ঘদিন ধরে আমাদের পরিবার, সমাজ, আশপাশের মানুষ এই ভ্রান্ত ধারণাগুলো আমাদের শিখিয়েছে এবং আমরাও অন্যকে একইভাবে শিখিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু এই ভ্রান্ত ধারণাগুলোই নারীর প্রতি বৈষম্য তৈরি করে। তাই আমরা নিজেরা এই ভ্রান্ত ধারণাগুলো নিজেদের ভেতর থেকে দূর করব এবং ধীরে ধীরে অন্যদের ভেতর থেকেও এই ধারণাগুলো দূর করার চেষ্টা করব।

ক্রস দি লাইনের নিয়মঃ

১। সহায়ক একটি বিবৃতি জোরে জোরে করে পড়ে শোনাবে।

২। প্রতিটি বিবৃতি পড়া শেষে অংশগ্রহণকারীদের সহায়ক বলবে, ‘আপনারা যদি এই কথাটির সাথে একমত থাকেন তাহলে যে পাশে দাঁড়িয়ে আছেন সেই পাশেই দাঁড়িয়ে থাকুন, যদি আমার এই কথাটির সাথে রাজি না হন, তবে লাইন ক্রস করে এই পাশে চলে আসুন’।

৩। যারা লাইন ক্রস করবেন না তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, কেন তারা কথাটির সাথে একমত এবং যারা লাইন ক্রস করবেন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে কেন তারা একমত না।

৪। এবার যারা লাইন ক্রস করেনি, তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে তারা এখন লাইন ক্রস করতে চায় কিনা। তখন কেউ যদি লাইন ক্রস করতে চায়, সহায়ক তাকে লাইন ক্রস করতে বলবেন।

৫। কিন্তু কেউ যদি লাইন ক্রস করতে না চান, তখন সহায়ক লাইন ক্রস কৃত অংশগ্রহণকারীদের সাথে সম্মিলিতভাবে যুক্তি দিবে যাতে অংশগ্রহণকারীরা সবাই লাইন ক্রস করে। অর্থাৎ এখানে দুই পাশের অংশগ্রহণকারীদের সাথে যুক্তি বিনিময় যার ফলশ্রুতিতে সব অংশগ্রহণকারীই লাইন ক্রস করে ।

৬। পরের বিবৃতি পড়ার আগে সবাইকে আগের স্থানে ফিরে যেতে বলা হবে।

এভাবে প্রতিটি বিবৃতিতে অংশগ্রহণকারীরা লাইন ক্রস করবে।

উল্লেখিত, এখানে প্রতিটি বিবৃতিই ভ্রান্ত ধারণা। তাই অংশগ্রহণকারীদের ভ্রান্ত ধারণা ভেঙ্গে লাইন ক্রস করাই সহায়কের জন্য এই খেলার মূল উদ্দেশ্য হবে।

ক্রস দি লাইনের বিবৃতি

বিঃদ্রঃ অধিবেশনে ৫ থেকে ১০টি বিবৃতি নিয়ে ক্রস দি লাইন খেলা যাবে। বিবৃতিগুলো অংশগ্রহণকারীদের পেশা, অবস্থান, পরিস্থিতি অনুযায়ী ভিন্নভাবে বলা যাবে।

১। জন্মগতভাবে মেয়েদের বুদ্ধি/জ্ঞান কম, পুরুষের বুদ্ধি/ জ্ঞান বেশি।

২। মেয়েরা বোঝে কম, তাই জরুরী বিষয়ে মেয়েদের সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক না।

৩। নির্দিষ্ট কিছু মেয়েরা নির্যাতনের শিকার হয়, সব মেয়েরা হয় না।

৪। একজন স্ত্রী স্বামী দ্বারা কখনোই ধর্ষণের শিকার হতে পারে না।

৫। নারীর উপর নির্যাতনের জন্য নারীরা নিজেরাই দায়ী।

৬। পুরুষ মানুষ রাগলে মাথা ঠিক থাকেনা, তখন সে যদি স্ত্রীকে মারধোর করলে স্ত্রীর উচিত সেইটা সহ্য করা।

৭। নারীর যৌন আগ্রহ কম, পুরুষের যৌন আগ্রহ সবসময় একটু বেশি থাকে।

৮। স্বামী যদি স্ত্রীর সাথে যৌন সম্পর্ক করতে চায়, তাহলে স্ত্রীর ভালো না লাগলেও সেই কথায় রাজি হয়ে যাওয়া উচিত।

৯। পরিবারে মেয়ের শিক্ষার পেছনে বেশি ব্যয় করার চাইতে, ছেলের শিক্ষার পিছনে ব্যয় করা উত্তম। কারণ মেয়ে তো বিয়ে হলে পরের ঘরে চলে যাবে, ছেলেরাই পরিবার দেখবে।

১০। নারী কখনো কৃষক হতে পারে না/ নারী কখনো জেলে হতে পারে না।

১১। নারী কৃষিকাজ বোঝে না/ পারে না, এগুলো কেবল পুরুষরাই পারে।

১২। নারীর মাছ ধরার কাজ পারে না/ বোঝে না, এগুলো কেবল পুরুষরাই পারে।

১৩। একজন পুরুষ ছাড়া একজন নারী অচল/ অক্ষম।

১৪। স্ত্রীর গায়ে হাত তোলা কোন নির্যাতন না

১৫। স্ত্রীকে গালিগালাজ করা, বাজে কথা বলা কোন নির্যাতন না

১৬। স্ত্রীর শরীর ভালো না লাগলে স্বামী চাইলে তার যৌন চাহিদা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

১৭। অধিকাংশ সময়ে মেয়েদের দোষেই মেয়েদের সাথে খারাপ কিছু হয়।

১৮। যেসব নারীরা বাইরে কাজ করে, তাদের সন্তানরা ঠিকমতো মানুষ হয়না।

১৯। স্বামী স্ত্রীকে মারধোর কিংবা নির্যাতন করতে পারে, কিন্তু সন্তানের মুখের দিকে চেয়ে নারীর ওই সংসারে টিকে থাকা উচিত।

২০। বাবা মায়ের মধ্যে নির্যাতন এর সম্পর্ক থাকলে তা সন্তানের উপর কোন প্রভাব ফেলে না।

২১। নারী যদি নির্যাতনের শিকার হয়, এই কথা তার কাউকে বলা উচিত না। এইগুলো গোপন রাখার জিনিস।

২২। অংক, হিসাব নিকাশ এসব নারীদের চাইতে পুরুষরা ভালো বুঝে।

২৩। সন্তানের বিষয়ে বড় বড় সিদ্ধান্ত পুরুষদের নেওয়াই ভালো।

২৪। নারীর চাইতে পুরুষের পুষ্টিকর খাবার, প্রয়োজনীয় চিকিৎসা এবং বিশ্রাম বেশি প্রয়োজন।

২৫। যেসব নারী বাইরে বাইরে কাজ করে আয় করে, তাদের সংসার টিকে না।

২৬। বাড়িতে পুরুষ সদস্য আয় করলে, নারীর আয় করার কোন দরকার নেই।

২৭। পুরুষ সোনার আংটি, বাঁকা হলেও খাঁটি।

২৮। কোন নারীর গায়ে যদি এতটুকু কলংক পড়ে, এই জীবনে তার বেঁচে থাকাই অর্থহীন।

২৯। নারী তার পোশাকের কারণে ধর্ষণের শিকার হয়।

৩০। পুরুষদের ঘরের কাজ করা উচিত না, এতে তাদের পৌরুষত্ব থাকে না।

অধিবেশন ৫ নিজের পক্ষে দাঁড়ানো

উদ্দেশ্যঃ	সময়ঃ	উপকরনঃ	পদ্ধতিঃ
• এই অধিবেশনের পরে অংশগ্রহণকারীরা • সমাজে নারী পুরুষের বৈষম্যের ঘটনায় প্রতিটি ব্যক্তি কিভাবে ভুমিকা রাখবে সেই বিষয়ে বিস্তারিত জানবেন।	৬০ মিনিট	সাদা এ৪ সাইজের কাগজ কলম কেস স্টোরি প্রিন্ট	কেস স্টোরি বিশ্লেষণ জোড়ায় অনুশীলন
প্রশিক্ষণ পূর্বপ্রস্তুতিঃ কেস স্টোরিগুলো আগেই প্রিন্ট করে রাখতে হবে।			

সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের বলবেন, ‘সমাজে নারী পুরুষের বৈষম্য আমাদেরই সৃষ্টি। তাই আমাদের প্রতিটি ব্যক্তির ভুমিকা আছে এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে তথা নিজের পক্ষে দাঁড়ানো। এ কথা সত্যি, আমাদের চোখের সামনে অনেক বৈষম্য হয়ে যায়, কিন্তু আমরা তা স্বাভাবিকভাবে দেখি এবং প্রায়শই চুপ থাকি। কিন্তু আমরা নিজেরাও বুঝলাম, দীর্ঘদিন থেকে সমাজ একটু একটু করে এই বৈষম্যগুলো তৈরি করেছে। এবং আমরা সমস্যা বৃক্ষ তৈরি করে দেখেছি এই বৈষম্য এর ফলাফল কারো জন্য সুখকর না। আমাদের ব্যক্তিজীবন, সমাজ এবং দেশ ক্ষতিগ্রস্থ হয় এই বৈষম্যের কারণে। তাই আমাদের নিজেদের পক্ষে দাঁড়াতে হবে। আজকে আমরা কিছু গল্পের মাধ্যমে নিজেদের পক্ষে দাঁড়াবো’।
সহায়ক অংশগ্রহণকারীকে জোড়ায় জোড়ায় বিভক্ত করবে। এবং প্রতিটি জোড়াকে একটি করে কেস স্টোরি দিবে। সহায়ক বলবে, ‘এই গল্পগুলো আমাদের সমাজের আশেপাশের গল্প। কারো না কারো জীবনে এরকম ঘটনা ঘটেছে’।
এরপর প্রতি জোড়াকে বলবে আলোচনা করতে যে তাদের জীবনে এরকম ঘটনা ঘটলে তারা কি পদক্ষেপ নিতো। দুইজন পরস্পরের সাথে আলোচনা করবে এবং কিভাবে ওই ঘটনায় নিজের পক্ষে দাঁড়ানো সম্ভব তা খুঁজে বের করে আনবে। সহায়কের সামনে জোড়ায় অন্তর্ভুক্ত একজন অংশগ্রহণকারী আরেকজনের পদক্ষেপের কথা উপস্থাপন করবে যে সে কিভাবে ওই ঘটনায় নিজের পক্ষে দাঁড়াবে।

কেস স্টোরি ১

মিনা একজন ১৩ বছর বয়সী মেয়ে। সে পড়াশুনায় ভীষণ মেধাবী। এর বাইরে বিভিন্ন খেলাধুলায় সে পারদর্শী। স্কুলের প্রতিটি টিচার তাকে ভালোবাসে। মিনা বড় হয়ে একজন পাইলট হতে চায়। মিনার স্বপ্নের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় তার বাবা। তিনি মনে করেন, মেয়েদের এতো পড়াশুনা করে কি হবে! একদিন স্কুল থেকে ফিরে এসে দেখে মিনার বাবা একজন ঘটকের সাথে কথা বলছে তার বিয়ে নিয়ে। মিনা কিছুতেই চায় না তার এই ছোটবয়সে বিয়ে হয়ে যাক। সে পড়াশুনা করতে চায় অনেক।
কিভাবে মিনা নিজের পক্ষে দাঁড়াবে?

কেস স্টোরি ২

সুমনার বিয়ে হয়েছে প্রায় চার বছর। দুই বছর বয়সী একটি ছেলে আছে তার। সুমনার স্বামী তার উপর যখন তখন অত্যাচার করে । নির্মমভাবে মার দিয়ে তার শরীর রক্তাক্ত করে ফেলে। কিন্তু সুমনার পরিবার তাকে বলে স্বামীর মারধোর সহ্য করে টিকে থাকতে। এমনকি শ্বশুর শ্বাশুড়ি তাদের ছেলের এরকম আচরণে নীরব থাকে। সুমনা তার এই জীবন কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। এই সংসারকে সুমনা ভীষণ ভালোবাসে। কিন্তু স্বামীর এই নির্মম অত্যাচার তাকে দিন দিন অসহায় করে তুলছে। সে চায় না তার ছেলে এরকম অসুস্থ এক পারিবারিক জীবনে বড় হোক।
কিভাবে সুমনা নিজের পক্ষে দাঁড়াবে?

কেস স্টোরি ৩

আছিয়া তার বাবার সবচেয়ে বড় সন্তান । তার ছোট ছোট আরও দুইটি বোন ও দুইটি ভাই আছে। আছিয়ার বাবা একজন মুদির দোকানদার। এক একসিডেন্টে তিনি তার কর্মক্ষমতা হারান। আছিয়া তার পরিবারকে দেখার জন্য মুদির দোকানের দায়িত্ব নেয়। তার অমায়িক আচরণ এবং মিষ্টি ব্যবহারে ক্রেতারা খুব খুশি হয়। মুদির দোকানের ব্যবসা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে। কিন্তু আছিয়ার গ্রামের কিছু পুরুষ আত্মীয় এই ঘটনা কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। তারা গ্রামে গ্রামে বলে বেড়াতে থাকে, একজন যুবতী মেয়ে এভাবে মুদির দোকান চালালে সমাজ উচ্ছন্নে যাবে।

কিভাবে আছিয়া তার নিজের পক্ষে দাঁড়াবে?

কেস স্টোরি ৪

কমলা একজন জেলে। তার স্বামীও একজন জেলে। কমলা স্বামীর কাজে সহায়তা করে আবার ঘরের কাজ করা, দুইটি সন্তান লালন পালন করা এসবকিছু সে একা হাতে সামলায়। কমলার শ্বাশুড়ি কমলাকে খুব ভালোবাসে। কিন্তু কমলা জেলে হলেও সে জেলে কার্ড পায় না। কিন্তু তার স্বামী জেলে কার্ড পেয়েছে। হুট করে কমলার জীবনে ঝড় নেমে এলো। এক ঝড়ের দিনে মাছ ধরতে গিয়ে তার স্বামী মারা গেলো। কমলার উপর পুরো সংসারের দায়িত্ব এলো। কিন্তু নারী বলে কমলার জেলে কার্ড নেই। কার্ড না থাকার কারণে সে সরকারী সুবিধা পাচ্ছে না। তাই চাইলেও স্বামীর অবর্তমানে সংসারের দায়িত্ব সে নিতে পারছে না।

কিভাবে কমলা তার নিজের পক্ষে দাঁড়াবে?

কেস স্টোরি ৫

৫টি সন্তান জন্ম দেওয়ার পরে জয়নব মনে করলে এবার তাকে সচেতন হতে হবে। এরকম এত সন্তান জন্ম দিলে সে কোনভাবেই নিজেও ভালো থাকবে না, বাচ্চাগুলোকেও ভালো রাখতে পারবে না। তাছাড়া জয়নবের স্বামী একজন অটোচালক। তার সীমিত আয়ে কোনভাবেই এত বিশাল সংসারে খাওয়া জোটানো সম্ভব না। কিন্তু জয়নবের স্বামী কোন পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি নেবে না। সে নিজেই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যায় এবং নিজেই একটি পদ্ধতি নেয়। বাসায় ফিরে জয়নব তার স্বামীকে এইটি জানালে স্বামী রেগে যায়। কেন সে স্বামীর অনুমতি ছাড়া পদ্ধতি নিয়েছে এইটি বলে জয়নবকে যা তা অপমান করে এবং পদ্ধতি নিতে মানা করে দেয়। কিন্তু জয়নব এখন সচেতন। কিছুতেই আর সন্তান জন্ম দিবে না সে।

কিভাবে জয়নব নিজের পক্ষে দাঁড়াবে?

কেস স্টোরি ৬

বাবুই সবসময় দেখে আসছে তার বড় ভাইকে মা বাবা যেভাবে সুযোগ সুবিধা দেয় সেরকম সুযোগ সুবিধা তাকে দেয় না। পড়াশুনার খরচ থেকে শুরু করে জামাকাপড়, খাওয়া দাওয়া সবকিছুতেই তার ভাই বেশি সুযোগ পায়। সে পায় না। একদিন বাবুইয়ের বাড়িতে চিঠি এলো। সে বড় একটা কলেজে পড়ার সুযোগ পেয়েছে। সম্পূর্ন বাবুইকে ওই কলেজটি পড়াবে। কিন্তু কলেজটি বাসা থেকে অনেক দূরে। এত বড় সুযোগ পাওয়া স্বত্তেও শুধু দূরে বলে, বাবা মা বাবুইকে ওই কলেজে পড়তে দিতে চাইলো না। অথচ বাবুইয়ের ভাই যদি আজ এমন সুযোগ পেতো তাহলে বাবা মা এরকম কখনো করতো না। কিন্তু বাবুই পড়তে চায়। এ সুযোগ সে কিছুতেই হারাতে চায় না।

কিভাবে বাবুই নিজের পক্ষে দাঁড়াবে?

কেস স্টোরি ৭

চামেলি দেড় বছর হলো বিয়ে হয়েছে। স্বামী কাজের সুত্রে অন্য জায়গায় থাকে। গত কয়েক মাস ধরে চামেলী লক্ষ করেছে তার স্বামীর ফুপাতো ভাই মাঝে মাঝেই তাদের বাসায় আসে, চামেলিকে বাজে ইশারা ইংগিত করে। চামেলি এই নিয়ে খুব অস্বস্তিতে আছে। সে তার ননদের সাথে বিষয়টি বললে, ননদ কিছুতেই বিশ্বাস করে উল্টা চামেলিকে মন পবিত্র করতে বলে। চামেলি কিভাবে তার স্বামীর সাথে বিষয়টি বলে বুঝতে পারছে না। তার স্বামীও যদি তাকে অবিশ্বাস করে এই ভয়ে সে থাকে। একদিন লোকটি চামেলিকে সরাসরি বাজে প্রস্তাব দেয় ।

কিভাবে চামেলি তার নিজের পক্ষে দাঁড়াবে?

কেস স্টোরি ৮

মাজেদা বানু একজন কৃষক। তিনি মাঠে ফসল ফলান, ফসল কাটেন এবং সেই ফসল বাজারে বিক্রি করে। মাজেদা বানুর স্বামী শহরে রিকশা চালায়। দুজনের আয়ে কষ্টে সৃষ্টে সংসার চলে যায়। তাদের তিন সন্তান স্কুলে পড়াশুনা করে। সমস্যা হলো, গ্রামের অন্য পুরুষ কৃষকরা কিছুতেই মাজেদা বানুকে কৃষক হিসেবে স্বীকৃতি দিতে চায় না। তারা সরকারি বীজ এবং সারের নানান সুবিধা পায়। কিন্তু মাজেদা বানুকে কিছুতেই সেসব সুবিধা পেতে দেয় না। এমনকি বাজারে ফসল বিক্রি করতে গেলে শুধু নারী বলে তাকে অন্যান্য পুরুষ কৃষকদের চাইতে কম দামে ছেড়ে দিতে হয়। অন্যান্য পুরুষ কৃষকরা প্রায়ই হাসাহাসি করে তাকে নিয়ে।

কিভাবে মাজেদা বানু তার নিজের পক্ষে দাঁড়াবে?

কেস স্টোরি ৯

কাকলীর বাবা মারা যাওয়ার পরে তারা ভাই বোনেরা মিলে একসাথে হয়েছে সম্পত্তি ভাগ-বাটোয়ারার বিষয় নিয়ে। কাকলীরা তিন ভাই, তিন বোন। ভাইদের সাফ কথা বোনেদের ভালো বিয়ে দেওয়া হয়েছে, এখন বাবার সম্পত্তিতে তাদের কোন পাওনা থাকা উচিত না। ভাইরা প্রস্তাব জানিয়েছে বোনদেরকে কোন সম্পত্তি না দিয়ে এককালীন কিছু টাকা দিয়ে দিবে তারা। কাকলী বুঝতে পারছে তার ভাইরা একত্রে তাদের বোনকে ঠকানোর চেষ্টা করছে। যে টাকা তারা দিতে চাচ্ছে, তা সম্পত্তির মূল দামের চাইতে অনেক কম। তাছাড়া পাঁচ বছর সেই সম্পত্তির দাম আরও বেড়ে যাবে। এই এককালীন টাকা নিয়ে ভাইদের কাছে জমি ছেড়ে দিলে, জমির দাম বেড়ে গেলে তারা দশগুণ বেশি লাভ করবে। কাকলী বাবার উত্তরাধিকার সুত্রে পাওয়া সম্পত্তি থেকে ঠকতে চায় না।

কিভাবে কাকলী নিজের পক্ষে দাঁড়াবে?

কেস স্টোরি ১০

আইরিন একটা সংস্থায় মাঠকর্মী হিসেবে কাজ পেয়েছে। বেতন খুবই ভালো। কিন্তু তার স্বামী, শ্বশুর-শাশুড়ি কেউ চায় না আইরিন চাকরিটি করুক। কিন্তু আইরিন নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়। তাছাড়া সে বুঝে, সে যদি আয় করে তাহলে তার বাচ্চাটিকেও সে ভালোভাবে মানুষ করতে পারবে। আজ চাকরিতে জয়েন করা শেষ দিন। আইরিন মনে করল, সুযোগ বারবার আসে না। চাকরির সুযোগ তার আর কখনো নাও আসতে পারে। এই চাকরিটি সে করবে।

কিভাবে আইরিন তার নিজের পক্ষে দাঁড়াবে?

অধিবেশন ৬ বৈষম্য দূরীকরণের উপায় খুঁজে বের করা

উদ্দেশ্যঃ	সময়ঃ	উপকরনঃ	পদ্ধতিঃ
• এই অধিবেশনের পরে অংশগ্রহণকারীরা • ·সমাজে নারী পুরুষের বৈষম্য কিভাবে দূর করা যায় সেই উপায়গুলো খুঁজে বের করবে। • বৈষম্য দূরীকরণে নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে অবগত হবে	৪৫ মিনিট	সাদা আর্ট পেপার রঙ্গিন স্টিকি নোট মার্কার অথবা সাইনপেন মাস্কিং টেপ	বড় দলে অনুশীলন
প্রশিক্ষণ পূর্বপ্রস্তুতিঃ আর্ট পেপারটি আগেই তৈরি করে রাখতে হবে। কিভাবে তৈরি করতে হবে তা এই অধিবেশন শেষে স্যাম্পল যুক্ত করা হলো।			

অধিবেশনের শুরুতে সহায়ক আর্ট পেপার নিয়ে বসবেন এবং অংশগ্রহণকারীদের সবাইকে গোল করে বসতে বলবেন। সবার হাতে একটি করে স্টিকি নোট দিবেন।

এরপর বলবেন, ‘আমরা দুইদিন ধরে জানলাম সমাজে নারী পুরুষের বৈষম্য আছে। আমাদের ঘরে, আমাদের চারপাশেই এই বৈষম্যগুলো বিভিন্ন রূপে লুকিয়ে আছে। আমরা নিজেরা এই বৈষম্যগুলো তৈরি করেছি বহু বছর ধরে। আজকে আমরা দেখব কিভাবে এই বৈষম্য দূর করা যায়। আপনাদের প্রত্যেকের হাতে একটি করে স্টিকি নোট আছে। আপনারা সবাই একটি করে উপায় বলবেন যে সমাজ থেকে কিভাবে এই নারী পুরুষের ভেদাভেদ, অসাম্যতা দূর করা যায়। এরপর আপনার স্টিকি নোটে উপায়ের কথাটি লিখবেন এবং এই আর্ট পেপারে এসে সেই স্টিকি নোটটি আমরা লাগাবো’

সহায়ক এরপর সবার কাছ থেকে একে একে উপায়গুলো সম্পর্কে জানবেন। অংশগ্রহণকারীর প্রত্যেকে নিজেদের মতামত দিবেন। সবার মতামত দেওয়া শেষে অংশগ্রহণকারী জানতে চাইবেন, 'আপনারা সবাই বৈষম্য দূরীকরণ করার পদ্ধতিগুলো আমাদের সাথে শেয়ার করলেন। এখন আপনারাই বলেন, এর মধ্যে প্রথম পদ্ধতিটি কি হতে পারে?'

অংশগ্রহণকারী সবাই সম্মিলিতভাবে মতামত দিবে। (সম্ভাব্য উত্তর আসতে পারে পরিবারকে সচেতন করা, সবার মধ্যে শিক্ষা ছড়িয়ে দেওয়া, জনসচেতনতা তৈরি করা ইত্যাদি)। সবার সম্মিলিত মতামত নিয়ে একজন অংশগ্রহণকারীকে বলা হবে তার স্টিকি নোটে মার্কার দিয়ে পদ্ধতিটি লিখতে এবং আর্টপেপারে তা সংযুক্ত (স্টিক) করে দিতে।

এভাবে একে একে সব পদ্ধতিগুলো একই নিয়মে স্টিকি নোটে লিখে আর্টপেপারে সংযুক্ত করতে হবে।

আর্টপেপারে সব পদ্ধতিগুলো যুক্ত করার পর সহায়ক বলবেন, 'এখন আমরা যে আর্টপেপারটি দেখছি, এখানেই আমাদের দায়িত্বগুলো লেখা আছে। এই পদ্ধতিগুলোর মাধ্যমে আমরা সমাজ থেকে বৈষম্য দূরীকরণ করতে পারব। এর মধ্যে এই কাজগুলো নিজেরা করতে পারব বলে মনে করেন?'

সহায়ক অংশগ্রহণকারীর কাছে মতামত নিবেন। সম্ভাব্য উত্তর হিসেবে কেউ বলবে পরিবারে সচেতনতা তৈরির কাজটি আমরা করতে পারি, কেউ বলবে আমরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গিয়ে এই বিষয়ে কথা বলতে পারি ইত্যাদি। অংশগ্রহণকারীর এই মতামতের উপর ভিত্তি করে আর্টপেপারে ওই পদ্ধতিগুলোর পাশে 'ব্যক্তি' কথাটি সহায়ক লিখবেন।

এরপর সহায়ক বাকি পদ্ধতিগুলো সমাজে কে কে করতে পারবে বলে অংশগ্রহণকারীরা মনে করেন তা জানতে চাইবেন। সম্ভাব্য উত্তর হিসেবে শিক্ষক, ওয়ার্ড কাউন্সিলর, পুলিশ ইত্যাদি ব্যক্তির কথা আসবে। সহায়ক সেই সকল পদ্ধতির পাশে 'শিক্ষক', 'পুলিশ' এইভাবে কথাগুলো লিখবে।

এভাবে পুরো আর্টপেপারটি তৈরি করা হলে সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের বলবেন, 'দেখুন আমরা নিজেরাই বৈষম্য তৈরি করেছি যেমনভাবে, ঠিক তেমনি নিজেরাই এই বৈষম্য দূর করতে পারি। এই আর্টপেপারটি আমাদের বৈষম্য দূরীকরণের পথগুলো দেখিয়ে দিয়েছে। আমরা এখন থেকে নিজেরা সচেতন হবে এবং আমরা যে কাজগুলো করতে পারি বলে মনে করি সে কাজগুলো নিজেরা করব। আমরা সবাই নিজেদের জায়গা থেকে দায়িত্ব পালন করে সমাজ থেকে নারী পুরুষের বৈষম্য দূর করতে পারি। সবাই কি আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে পারি?'

অংশগ্রহণকারীদের মতামত নিয়ে সহায়ক এই অধিবেশনটি শেষ করবে।

বৈষম্য দূরীকরণের উপায়সমূহ	
উপায়সমূহ	কে করবে?

সহায়কের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু সংজ্ঞা ও তথ্য

জৈবিক লিঙ্গ/সেক্স

জৈবিক লিঙ্গ/সেক্স বলতে পুরুষ এবং নারীর মধ্যে জৈবিক পার্থক্য বোঝায় যা প্রাকৃতিক এবং অস্ত্রোপচারের হস্তক্ষেপ ব্যতীত পরিবর্তন হয় না। জন্মের সময় সুনির্দিষ্ট শারীরিক বৈশিষ্ট্য যেমনঃ ক্রোমোজোম, হরমোন, দেহাভ্যন্তরস্থ প্রজনন অঙ্গ এবং বাহ্যিক যৌন অঙ্গের ভিত্তিতে নবজাতকের লিঙ্গ নির্ধারণ করা হয় (USAID IGWG)।

জেন্ডার বলতে কি বুঝি?

নারী-পুরুষের কাছ থেকে সমাজ নির্ধারিত ভূমিকা, দায়িত্ব, সুযোগ, বিশেষাধিকার, সীমাবদ্ধতা এবং প্রত্যাশাকেই জেন্ডার বোঝায়। জেন্ডার নারী-পুরুষের লিঙ্গ পরিচয়ের উপর ভিত্তি করে নির্দিস্ট সমাজ, সংস্কৃতি, আচার, ধর্ম দ্বারা নির্ধারিত ও অনুশীলিত হয়ে থাকে। জেন্ডারের সংজ্ঞা বিভিন্ন সময় এবং সংস্কৃতির মধ্যে পরিবর্তন হতে পারে। সমাজ নির্ধারিত নারী-পুরুষের বৈশিষ্টগুলো যা বৈষম্য, ক্ষমতার অপব্যাবহার ও সহিংসতার জন্ম দিতে পারে তা আমাদের পরিবর্তন করা প্রয়োজন।

উদাহরণঃ সংসারের সমস্ত কাজ মেয়েরাই করবে, রান্না মেয়েদেরই কাজ। সংসারে আয় রোজগারের দায়িত্ব ছেলেদেরই, ছেলেরা কাঁদে না। VIDEO LINK: https://www.youtube.com/watch?v=0Nj99epLFqg&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=kqHBaej2cBA

জেন্ডার ও জৈবিক লিঙ্গের মধ্যে পার্থক্য

নারীর জৈবিক কাজ হিসাবে গর্ভ ধারন, সন্তান জন্মদান ও স্তন্যপান করায়। এগুলি নারীর প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য হলেও সমাজ যখন নির্ধারন করে দেয় যে সন্তান লালন-পালন কেবলমাত্র মায়েরই কাজ তখন তা জেন্ডার হিসাবে বিবেচ্য। কেননা প্রকৃত অর্থে পিতাও সন্তান লালন পালনে মায়ের মত ভূমিকা রাখতে পারেন। সমাজের প্রত্যাশা অনুযায়ী যখন নারীকে সন্তান লালন পালনের জন্য এককভাবে সম্পুর্ন দায়িত্ব গ্রহন করতে হয় তখন তার পক্ষে অন্যান্য উৎপাদনশীল কাজ করা কঠিন হয়ে পড়ে। এটাকে জেন্ডার স্টেরিও টাইপ চিন্তা বলা হয়। জেন্ডার স্টিরিওটাইপ চিন্তা পরিবর্তন করা সম্ভব।

জেন্ডার বৈষম্য

সাধারণভাবে একজন ব্যক্তিকে তার লৈঙ্গিক/জেন্ডার পরিচয়ের উপর ভিত্তি করে যে বৈষম্য এর মধ্য দিয়ে যেতে হয়, যা তার মৌলিক অধিকারগুলিকে লংঘন করে এবং ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায় তাকেই জেন্ডার বৈষম্য বলে ধরা হয়। নারী ও পুরুষের প্রতি সামাজিক আচরণের পার্থক্য থেকেই জেন্ডার বৈষম্য এর সৃষ্টি হয়। সমাজের দীর্ঘদিন ধরে বিরাজমান পুরুষ ও নারীর অসমতাই হচ্ছে জেন্ডার বৈষম্যের ভিত্তি।

Video Link:

https://www.youtube.com/watch?v=ZSaMhZBSxH8

https://www.youtube.com/watch?v=znxDKC3fL60

https://www.youtube.com/watch?v=eyiA4PNSbGc

জেন্ডার সমতাঃ

জেন্ডার সমতা বলতে জৈবিক লিঙ্গ বা জেন্ডারের ভিত্তিতে কারো প্রতি বৈষম্য না করাকে বোঝায়। এর মানে হলো, প্রত্যেক ব্যক্তিকে সমানভাবে সামাইজি, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধা দেওয়া এবং স্বাস্থ্য সেবা, শিক্ষা ও ভোটাধিকারসহ বিভিন্ন আইনগত সুরক্ষা নিশ্চিত করা। (তথ্যসুত্রঃ সম্পূরক মডিউল। জেন্ডার সমন্বিত পরিবার পরিকল্পনা সেবা। প্রশিক্ষণার্থী হ্যান্ডআউট)

জেন্ডার ন্যায্যতাঃ জেন্ডার ন্যায্যতা বলতে বোঝায় নারী, পুরুষ এবং অন্যান্য সকল জেন্ডার পরিচয়ধারী ব্যক্তিদের সাথে ন্যায়সঙ্গতভাবে আচরণ করা। নারী ও পুরুষের চাহিদা, ক্ষমতা, এবং সুযোগ-সুবিধাগুলো যে ভিন্ন তা এতে স্বীকার করে নেওয়া হয় এবং এসবের কারণে সৃষ্ট বৈষম্যগুলো দুর করার চেষ্টা করা হয়। জেন্ডার ন্যায্যতা নিশ্চিতাকরণের মাধ্যমে জেন্ডার সমতা অর্জন করা যায়।

জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা

ব্যক্তির জৈবিক লিঙ্গ, জেন্ডার পরিচয় বা বয়সের কারণে যখন কোন ব্যক্তি সহিংসতার শিকার হন তখন তাকে জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা , ইংরেজীতে Gender based Violence বা সংক্ষেপে (GBV) বলে।

Video link: https://www.youtube.com/watch?v=vIsdFwCCyRU

এখানে মনে রাখতে হবে যে জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা যে কারো বিরুদ্ধে ঘটতে পারে। তা হোক নারী, পুরুষ ও অন্যান্য; শিশু, কিশোর বা প্রাপ্তবয়স্ক; উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত; কিংবা শিক্ষিত স্বল্পশিক্ষিত বা নিরক্ষর; যেকোনো ভৌগলিক অবস্থানে। তবে মেয়ে শিশু, কিশোরী ও নারীদের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি, কারণ এবং পরিণতি, পুরুষ, কিশোর ও ছেলে শিশুদের চেয়ে ভিন্ন হয়ে থাকে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, বেশিরভাগ জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা নারী এবং মেয়ে শিশুর উপর ঘটে থাকে। মেয়ে শিশু, কিশোরী ও নারীরা তুলনামুলকভাবে অনেক বেশি সহিংসতার ঝুঁকির মধ্যে থাকেন এবং সহিংসতার প্রাথমিক শিকারও হয়ে থাকেন।

জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার প্রকারভেদ

- শারীরিক নির্যাতন
- মানসিক নির্যাতন
- আর্থ-সামাজিক নির্যাতন
- যৌন নির্যাতন

সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া

একটি শিশুকে সামাজিক ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তোলার প্রক্রিয়ার নামই হচ্ছে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে একজন কন্যাশিশু বড় হয়ে নারী হয় এবং একজন ছেলেশিশু বড় হয়ে পুরুষ হয়। একটি শিশু জন্ম নেয় পরিবারে, আবার পরিবার সমাজের অংশ। প্রতিটি সমাজে অলিখিত যেমন কিছু নিয়ম আছে, তেমনি প্রতিটি

পরিবারেও অলিখিত কিছু নিয়ম আছে। একটি শিশু পরিবারে জন্মের পর ওই পরিবার এবং সমাজের বিভিন্ন রীতি-নীতি এবং পারিপার্শ্বিকতার ভিত্তিতে বড় হয়। বাংলাদেশে সাধারণত ছেলে এবং মেয়েরা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বেড়ে উঠে। পিতামাতা, পরিবারের মাধ্যমে তারা ভিন্ন ভিন্ন সুযোগ সুবিধা লাভ করে, ভিন্ন দায়িত্ব পালন করতে হয় তাদের এবং সম্পর্কের ক্ষেত্রেও করা হয় ভিন্ন আচরণ। যার ফলে পরবর্তীতে নারী পুরুষের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য তৈরি হয় এবং এভাবেই সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নারী পুরুষের বৈষম্য তৈরি হয়।

Video Link: https://www.youtube.com/watch?v=A92LjivJ828

পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা

পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা হলো পুরুষ প্রাধান্যশীল এক সমাজ ব্যবস্থা। যেখানে পুরুষ প্রাধান্য পায়, তাদের অধিকতর সুযোগ সুবিধা ও গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং পুরুষরা বস্তুগতভাবে বেশি লাভবান হয়।

ক্ষমতাঃ

সাধারণত কোন কিছু অর্জন এবং বর্জন করার সামর্থ্যকে ক্ষমতা বলা হয়। ক্ষমতা সম্পদের উপর নির্ভরশীল। বস্তুগত, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং আদর্শগত সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণকে ক্ষমতা বলা হয়।

ক্ষমতা কাঠামোঃ

প্রতিটি সমাজে ব্যক্তি ও শ্রেণীর মধ্যে এক ধরণের ক্ষমতা সম্পর্ক বিরাজমান। মানুষে মানুষে এবং শ্রেণীতে শ্রেণীতে ক্ষমতা সম্পর্কের বেশ কিছু স্তর আছে। সমাজের শ্রেণীর স্তরবিন্যাস করে মানুষের মধ্যকার এই ক্ষমতা সম্পর্কের কাঠামো নির্মাণ করা হয়। এই কাঠামোর উপরিভাগের মানুষরা ক্ষমতাবান বলে সমাজে অভিহিত হয় এবং অন্যরা ক্ষমতাহীন বলে বিবেচিত হয়।
Video Link: https://www.youtube.com/watch?v=F2hvibGdg4w

The end